বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২২-২০২৩

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাণী

টিপু মুনশি, এমপি
বাণিজ্যমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি মনে করি, বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক রেফারেন্স হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বিশ্বমন্দার ঘোর অন্ধকার সময়ে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শন, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার ‘দিন বদলের সনদ’ স্লোগানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে ২য় বারের মত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। সরকার রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী নির্দেশনায় দেশের নিম্ন আয়ের ১ কোটি পরিবারকে টিসিবির মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য প্রদান করা হচ্ছে।

পণ্যের বহুমুখিকরণ ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। এছাড়া, বর্তমান সরকার সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সিআইপি (রপ্তানি) এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করছে। নতুন নতুন বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে ২১০টি দেশে ৮০৬ টি পণ্য রপ্তানি করা হচ্ছে। তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, স্পেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, কানাডা, বেলজিয়াম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে পণ্য খাতে অর্জিত রপ্তানি আয় ৫৫.৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয় ৫২.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৬.৬৭ শতাংশ বেশী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে এর পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণসহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ও অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, স্মার্ট, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছাবে এবং এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই আমাদের অঙ্গীকার।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন এবং এ বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

টিপু মুনশি, এমপি
বাণিজ্যমন্ত্রী

বাণী

সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা ১০০০

প্রতি বছরের ন্যায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করার পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের দেশ হিসেবে রূপান্তরের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অঙ্গীকারবদ্ধ। এ পরিপ্রেক্ষিতে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জন, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং বর্হিবিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, রপ্তানি পণ্যের বহুমুখিকরণ ও রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, সময়োপযোগী নীতি সহায়তা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে আন্তর্জাতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে চাপে থাকা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.৬৭ শতাংশ। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা কাজে লাগানো এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাজার সুবিধা সম্প্রসারণেও এ মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ই-কমার্সকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সার্বিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আমি আশা করি, এ প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ের গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তপন কান্তি ঘোষ
সিনিয়র সচিব

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩ অর্থবছর

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠপোষক
জনাব টিপু মুনশি এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা
জনাব তপন কান্তি ঘোষ
সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ

জনাব মালেকা খায়রুন্নেছা	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহবায়ক
ড. জিন্নাত রেহানা	যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১)	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ মাসুকুর রহমান সিকদার	মন্ত্রীর একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব)	সদস্য
জনাব আশরাফুর রহমান	উপসচিব (এফটিএ-৪)	সদস্য
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	উপসচিব (টিও-১)	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া	উপসচিব (ডব্লিউটিও শাখা-১)	সদস্য
চৌঃ মোঃ গোলাম রাব্বী	সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব)	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	উপসচিব (রপ্তানি-২)	সদস্য
জনাব রনি রহমান	উপসচিব (পরিকল্পনা-৩)	সদস্য
জনাব মোছাঃ শামীমা আকতার	যুগ্মনিয়ন্ত্রক (অবা-৪)	সদস্য
জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস	উপসচিব (প্রশাসন-৪)	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল
১৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
৩০ আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মুদ্রণ
পিপলস্ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৩৩/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ইমেইল: peoplesppt@gmail.com

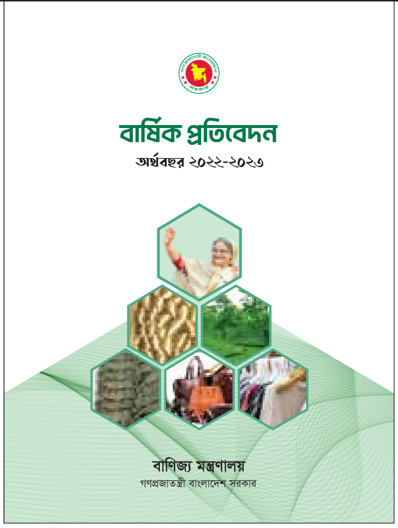

বার্ষিক প্রতিবেদন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

অর্থবছর ২০২২-২০২৩

সূচিপত্র

ক্রম	শিরোনাম		পৃষ্ঠা নম্বর
০১	ভূমিকা	-----------------------	১১
০২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী	-----------------------	১২
০৩	রূপকল্প **(Vision)** ও অভিলক্ষ্য **(Mission)**	-----------------------	১২
০৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের **Allocation of Business**	-----------------------	১২-১৩
০৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গঠন ও জনবল	-----------------------	১৩-১৪

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১)	প্রশাসন অনুবিভাগ	----------------------------	১৫-২৪
২)	রপ্তানি অনুবিভাগ	----------------------------	২৫-৪৩
৩)	বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি অনুবিভাগ	----------------------------	৪৪-৫১
৪)	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুবিভাগ	----------------------------	৫২-৫৬
৫)	আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনুবিভাগ	----------------------------	৫৭-৬০
৬)	ট্রেড সার্পোর্ট মেজার্স অনুবিভাগ	----------------------------	৬১-৬২
৭)	পরিকল্পনা সেল	----------------------------	৬৩-৬৭
৮)	বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগ	----------------------------	৬৮-৬৯
৯)	মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপির সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের/সংস্থার রাষ্ট্রদূত/প্রতিনিধিদের সাক্ষাতের কিছু আলোকচিত্র	----------------------------	৭০-৭৭

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ক্রান্তিলগ্নে-২০০৯ সালে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-র লক্ষ্যসমূহ অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করা এবং পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণসহ ডেল্টা প্লান ২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিরাপদ ব-দ্বীপ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকার করোনা অতিমারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে চাপে থাকা অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার এবং রপ্তানি সম্প্রসারণসহ ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ দিক নির্দেশনায় এবং মাননীয় বাণজ্যিমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার ভিশন ও মিশন সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সময়োপযোগী নীতি সহায়তা, প্রশাসনিক সংস্কার, বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ, সেবা সহজীকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান, রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখিকরণ এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশে বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং রপ্তানির পরিমান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর পর পর দেশিয় শিল্পকে সুরক্ষা করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা কাজে লাগানো এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণেও এ মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে কাজ করছে। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কোভিড-১৯ অতিমারী ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে চাপে থাকা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৪.৪০ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে পণ্য খাতে অর্জিত রপ্তানি আয় হয়েছে ৫৫.৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা গত অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ৬.৬৭ শতাংশ বেশী।

"করোনা ভাইরাস জনজীবনকে স্থবির করে দেওয়ার চেষ্টা করলেও আমরা বিকল্প পদ্ধতি অর্থাৎ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অবলম্বন করে ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছি"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী

সরকারি কার্যপ্রণালী বিধিতে বাণিজ্য এবং বাণিজের সাথে সম্পর্কিত ৩১ ধরণের কাজকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ কাজগুলো মূলত অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য চলমান রাখা এবং সম্প্রসারণে সহায়তা, আমদানি বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা, দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা, পণ্য ও সেবা রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও রপ্তানির স্বার্থে নেগোশিয়েশন করা, ব্যবসা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা, পণ্যের ট্যারিফ নির্ধারণ করা, বাণিজ্য সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করা, বিসিএস (ট্রেড) ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন ইত্যাদি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেশ কয়েকটি অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর
বাংলাদেশ চা বোর্ড
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট
বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল

রূপকল্প (Vision): বিশ্ব বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সৃষ্টি করা।

অভিলক্ষ্য (Mission): ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, বাণিজ্য পদ্ধতির সহজিকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান, রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখিকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business

১. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ, সহজিকরণ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রণয়ন
২. বাণিজ্য সংক্রান্ত গবেষণা, তথ্য অনুসন্ধান, পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং প্রকাশনা
৩. পণ্য নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য সংগঠন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য দপ্তরসমূহের কাজের সাথে সম্পর্কিত সকল আইন প্রণয়ন
৪. বাণিজ্য সংগঠন আইনের অধীন বাণিজ্য সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়াবলী ব্যবস্থাপনা
৫. পরামর্শ বোর্ডের মাধ্যমে পণ্যমূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ
৬. ব্যয় এবং হিসাব ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ
৭. অর্পিত এবং পরিত্যক্ত বাণিজ্যিক সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি
৮. প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এবং বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন সংক্রান্ত বিষয়াবলী
৯. মূল্য স্থিতিশীলকরণ এবং ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত কার্যাবলি
১০. বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রটোকল, চুক্তি এবং কনভেনশনসহ রপ্তানি নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পুনঃমূল্যায়ন
১১. আমদানি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

১২. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ ও আমন্ত্রণ, বিদেশে অনুষ্ঠেয় বাণিজ্য মেলা, প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধি প্রেরণ

১৩. অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎস হতে পণ্য ক্রয় ও সরবরাহ

১৪. ট্রানজিট এবং সীমান্ত বাণিজ্য

১৫. রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য

১৬. আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক/বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি

১৭. এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমসহ সকল রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

১৮. (ক) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, শুল্ক নীতি প্রনয়ণ, শুল্ক মূল্যায়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম ও (খ) বাণিজ্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও এতদ্বসংক্রান্ত বিষয়াবলী

১৯. UNCTAD, WTO ও ITC সহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসাবে কার্যক্রম গ্রহণ

২০. ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ সকল অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য জোটের সদস্য হিসাবে কার্যক্রম গ্রহণ

২১. রপ্তানি ও আমদানির উদ্দেশ্যে কৃষিজাত পণ্য/প্রাণিজ ও মৎসজাত দ্রব্যসমূহের মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান

২২. বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে বাণিজ্যিক শাখার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম

২৩. বিসিএস (বাণিজ্য) ক্যাডারের প্রশাসনিক কার্যক্রম

২৪. আর্থিক বিষয়সহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম

২৫. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার প্রশাসনিক কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণ

২৬. আন্তর্জাতিক/বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশের সাথে এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়সমূহের চুক্তি এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

২৭. এ মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত সকল আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

২৮. এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ের অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনা

২৯. চা শিল্পের উৎপাদন, উন্নয়ন ও বিপণন

৩০. ডিজিটাল কমার্স সম্পর্কিত বিষয়

৩১. আদালত কর্তৃক ফি গ্রহণ ব্যতীত এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ের ফি সংক্রান্ত কার্যক্রম।

মন্ত্রণালয়ের গঠন ও জনবল

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন, রপ্তানি, আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, ফরেন ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট (এফটিএ), ট্রেড সাপোর্ট মেজার্স ও বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগ রয়েছে। এ ০৭ (সাত) টি অনুবিভাগের অধীনে ১৩ (তের) টি অধিশাখা ৪৮ (আটচল্লিশ) টি শাখা রয়েছে। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদিত ৩৪৬ জন জনবলের বিপরীতে ২৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
১	সচিব	১	১	০
২	অতিরিক্ত সচিব	২	৫	-৩
৩	যুগ্মসচিব	৬	১০	-৪
৪	ইকোনোমিক মিনিস্টার (যুগ্মসচিব)	১	১	০
৫	উপসচিব	১৪	৩১	-১৭
৬	বাণিজ্য পরামর্শক (ট্রেড ক্যাডার)	২	১	১
৭	উপপ্রধান (ইকোনমিক ক্যাডার)	২	০	২

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল	শূন্য পদ
৮	কমার্শিয়াল কাউন্সিলর (উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব)	২০	২০	০
৯	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	০
১০	প্রথম সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	৫	৫	০
১১	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৩৮	১৪	২০
১২	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (ইকোনমিক ক্যাডার)	১	০	১
১৩	প্রোগ্রামার	১	০	১
১৪	গবেষণা কর্মকর্তা	১	০	৫
১৫	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	২	০	২
১৬	সহকারী প্রোগ্রামার	২	১	১
১৭	সহকারী বাণিজ্য পরামর্শক (ট্রেড ক্যাডার)	৪	২	২
১৮	সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	০	১
১৯	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
	মোট:	**১০৫**	**৯২**	**১৩**
২০	প্রটোকল অফিসার	১	১	০
২১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫৬	৩৯	১৭
২২	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩৬	৩১	৫
২৩	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
	মোট:	**৯৪**	**৭২**	**২২**
২৪	লাইব্রেরিয়ান	১	০	১
২৫	হিসাবরক্ষক	১	০	১
২৬	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩০	১৭	১৩
২৭	কম্পিউটার অপারেটর	৭	১	৬
২৮	ক্যাশিয়ার	১	০	১
২৯	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২৬	১৬	১০
৩০	গাড়ি চালক	৫	৫	০
	মোট:	**৭১**	**৩৯**	**৩২**
৩১	ক্যাশ সরকার	১	১	০
৩২	ফটোকপি অপারেটর	১	০	১
৩৩	টেলেক্স অপারেটর	১	০	১
৩৪	অফিস সহায়ক	৭৩	৪৩	৩০
	মোট:	৭৬	৪৪	৩২
	সর্বমোট:	**৩৪৬**	**২৫০**	**৯৬**

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১৩-২০তম গ্রেডের ৫৭টি শূন্য পদ পূরণের জন্য ইতোমধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অনুবিভাগভিত্তিক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

প্রশাসন অনুবিভাগ

১. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রশাসন অনুবিভাগ হতে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলিসমূহ সম্পাদিত হয়েছে:

১.১ বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে বিভিন্ন নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য প্রেরণ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসনসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে ১২ টি নির্দেশনাসমূহের প্রতিবেদন নিয়মিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং তা নিয়মিতভাবে মাননীয় প্রধামন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সিস্টেমে হালনাগাদ করা হয়েছে।

১.২ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যাবলি সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১.৩ ১২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যাবলী সংক্রান্ত প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

১.৪ পূর্বে নিয়োগ প্রাপ্ত প্যানেল আইনজীবীদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নতুন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

১.৫ প্যানেল আইনজীবীদের মামলা পরিচালনা ও বিভিন্ন আইনানুগ কার্যক্রম সম্পাদন সংক্রান্ত সম্মানি/ফি প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনয়ন করা হয়েছে।

১.৬ ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১.১ ক্রমিকে সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়নের আওতায় ০২ মে ২০২৩ তারিখে 'জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপক নির্বাচন' চালু করা হয়েছে।

১.৭ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ। শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩ প্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন জনাব এ.এইচ.এম.সফিকুজ্জামান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, জনাব মোছাঃ শামীমা আকতার, যুগ্ম-নিয়ন্ত্রক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জনাব এনায়েত, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ দুলাল মিয়া, অফিস সহায়ক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার বিতরণ করছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

১.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১৯ জুলাই ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২. বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনঃ

২.১ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য টিসিবি মিলনায়তনে আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ। এছাড়া অনুষ্ঠানে সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান

২.২ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ। এছাড়া অনুষ্ঠানে সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান

২.৩ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল-র ৭৩ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ। এছাড়া অনুষ্ঠানে সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

২.৪ ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপি, অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ। এছাড়া অনুষ্ঠানে সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ রাসেল দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে

২.৫ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আগস্ট ২০২২ এ একটা বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করে।

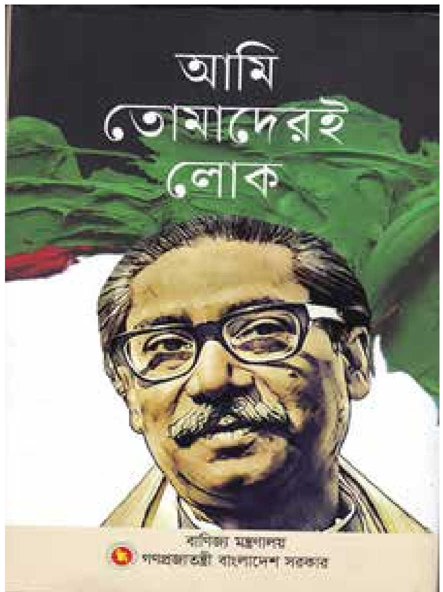

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বঙ্গবন্ধুর ছিল একটি বিশেষ বন্ধন। তিনি ১৯৫৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক সরকারে যোগ দিয়ে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিরোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ০৪ জুন ১৯৫৭ সাল হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বাঙ্গালি হিসেবে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণিকাটিতে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে তাঁর অবদানের বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট ও বরেণ্যজনসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জ্ঞানগর্ভ লেখা স্থান পেয়েছে।

১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ 'আমি তোমাদেরই লোক' এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব টিপু মুনশি এমপি, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আতিউর রহমান, অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব তপন কান্তি ঘোষ, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

৩. অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

(কোটি টাকা)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি (০১ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩)		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি (০১ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩)		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০০	০০	১১	০১	০.০১১	১৮	৪৩.৪৭
২	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	০০	০০	০০	০০	০০	০৩	০.৮১৩৯
৩	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	০৬	১.০০৫৬	০৬	০৩	০.৫২২৪	০৩	০.৪৮৩২
৪	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	১৬	১৩১.৭১	৩২	১৩	৬০.৬৯	৬০	৬২০.৯৮
৫	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	০৬	০.২৩	০৬	০৩	০.১১	০৩	০.১২
৬	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	১১	৪.৫৬	১০	০০	০০	১১	৪.৫৬
৭	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	০০	০০	১৯	০৬	০.১৯	২৮৭	১৬৩.৭৭
৮	বাংলাদেশ চা বোর্ড	১১৪	৫৪.৯৩	২৫	১৫	৮.৩৫	৯৯	৪৬.৫৮
৯	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	০৫	১১৫.৪০	০৫	০১	৩.৭৩	০৪	১১১.৬৭
	সর্বমোট	১৫৮	৩০৭.৮৩৫৬	১১৪	৩৯	৭৩.০৮১	৪৮৮	৯৯২.৪৭১

৪. শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
০৮			০৩	০৩	০৫

৫. সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-র বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
০১	২২		২৩	০২

৬. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

৬.১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ে যে সকল বিষয়াদির ওপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে "ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭০ জন
০২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭০ জন
০৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে "সিটিজেন চার্টার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪২ জন
০৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের অংশগ্রহণে "সিটিজেন চার্টার ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫৬ জন
০৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অংশগ্রহণে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫৭ জন
০৬	বাণিজ্য সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ	৬০ জন
০৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের অংশগ্রহণে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন" ও "নথি ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	৫০ জন
০৮	২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪০ জন
০৯	৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের অংশগ্রহণে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪৫ জন
১০	নিয়োগবিধি এবং প্রবিধানমালা প্রণয়নে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ	৫০ জন
১১	৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অংশগ্রহণে 'চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধিবিধান' বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	৬০ জন
১২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণে APAMS সফটওয়্যার ও GRS সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬ জন
১৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ জন
১৪	সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি-Government Emlployee Management System (GEMS) শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ	৬৫ জন

৬.২ এছাড়া ৪র্থ শিল্পবিপ্লব সম্পর্কিত কর্মশালা এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৮টি লার্নিং সেশন আয়োজন করা হয়েছে। লার্নিং সেশনের বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেয়া হলো:

লার্নিং সেশন

ক্রমিক নং	তারিখ	লার্নিং সেশনের বিষয়	রিসোর্স পার্সন
০১	২৮ আগস্ট ২০২২	অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট লার্নিং সেশন	ড. মো: আবু ইউসুফ, অধ্যাপক (উন্নয়ন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০২	৮ নভেম্বর ২০২২	ডব্লিউটিও অনুবিভাগের কার্যক্রমের উপর লার্নিং সেশন	ড. ফারহানা আইরিছ যুগ্মসচিব (ডব্লিউটিও অধিশাখা-৩) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
০৩	২৯ নভেম্বর ২০২২	Challenges of RTI Negotiation: Bangladesh Perspective বিষয়ক	জনাব নূর মোঃ মাহবুবুল হক অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ অনুবিভাগ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
০৪	১৯ ডিসেম্বর ২০২২	Intellectual Property Right সংক্রান্ত	ড. মোঃ আলম মোস্তফা যুগ্মসচিব (ডব্লিউটিও অধিশাখা-১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
০৫	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ বিষয়ক	জনাব মো: খালেদ আবু নাছের প্রাক্তন পরিচালক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
০৬	২৯ মার্চ ২০২৩	বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ বিষয়ক	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
০৭	১১ মে ২০২৩	Import-Export Business Prosess বিষয়ক	জনাব নূর মোঃ মাহবুবুল হক অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ অনুবিভাগ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
০৮	২১ জুন ২০২৩	Strategic Vision: National Export Policy বিষয়ক	জনাব মোঃ আবদুর রহিম খান অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

৭. গবেষণা

প্রশাসন অনুবিভাগ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিম্নলিখিত গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে:

নাম	গবেষণার শিরোনাম	গবেষণা দল	প্রস্তাবিত বাজেট (টাকা)
প্রস্তাব-১	Role of Women Chambers of Commerce and Industries in socio-economic empowerment of women entrepreneurs: Bangladesh Scenario	১. মো: হাফিজুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (টিম লিডার) ২. তরফদার সোহেল রহমান (উপসচিব) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (সদস্য) ৩. সুবর্ণা সরকার (সিনিয়র সহকারী সচিব) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (সদস্য)	৫,০০,০০০
প্রস্তাব-২	Assessing the Regulatory Framework of Tariffs in Bangladesh: An Anti-Export Bias Perspective	১. সাইফ উদ্দিন আহম্মদ (যুগ্মসচিব) এফটিএ অনুবিভাগ (টিম লিডার) ২. ফিরোজ আহমেদ, উপসচিব (সদস্য)	২,৯৬,০০০
প্রস্তাব-৩	Impact of the Family Card Program of Trading Corporation of Bangladesh (TCB) on its Beneficiaries: A Critical Analysis	১. ড. মোঃ আলম মোস্তফা যুগ্মসচিব (সদস্য) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২. মোঃ রিফাত হাসান সহকারী বাণিজ্য পরামর্শক (সদস্য) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৭,৫০,০০০
		মোট বাজেট	১৫,৪৬,০০০

৮. প্রশাসনিক সংস্কার/সেবা সহজিকরণ:

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত ডিজিটাল সেবা বাতায়নে মোট ৮ টি সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট রয়েছে, যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদেয় ৪৮ টি সেবা ডিজিটালাইজ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট জনগণ সরাসরি এর সুবিধা ভোগ করবেন।

সমন্বিত ডিজিটাল সেবা বাতায়নের সেবার তালিকা (কম্পোনেন্ট অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্ট এবং সেবার তালিকা	দপ্তর/সংস্থার নাম
০১	**রপ্তানি ট্রফি এবং সিআইপি ব্যবস্থাপনা** • জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নির্বাচন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা। • সিআইপি নির্বাচন ও ঘোষণা প্রদান ব্যবস্থাপনা।	রপ্তানি অনুবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
০২	**বাজার তদারকি ব্যবস্থাপনা** • পণ্যের মূল্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা। • বাজার মনিটরিং ও জরিমানা ব্যবস্থাপনা।	আইআইটি অনুবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্ট এবং সেবার তালিকা	দপ্তর/ সংস্থার নাম
০৩	**বিএফটিআই গবেষণা এবং নীতিমালা ব্যবস্থাপনা** • গবেষণা কার্যক্রমের পরিকল্পনা, অনুরোধ এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা। • পলিসি পর্যালোচনার অনুরোধ ব্যবস্থাপনা।	রপ্তানি অনুবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
০৪	**টিসিবি ডিলার ব্যবস্থাপনা** • টিসিবি ডিলার নিয়োগের আবেদন ব্যবস্থাপনা। • ডিলারের পণ্য বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা।	আইআইটি অনুবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
০৫	**ই-বিজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম** • প্রস্তাব অনুমোদনের পরে তহবিল প্রদান এবং পৃথক প্রোগ্রামের প্রস্তাব ব্যবস্থাপনা। • ব্যবসায়ের প্রচার-প্রচারণা ও বিজ্ঞাপন প্রদর্শন ব্যবস্থাপনা। • ব্যবসায় খাত সংক্রান্ত পলিসি পর্যালোচনা ব্যবস্থাপনা।	বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল
০৬	**চা বাগান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম** • সরকারের ভর্তুকি মূল্যে সারের ইন্ডেন্ট চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে প্রেরণ এবং বাগানের অনুকূলে বরাদ্দের সুপারিশ ব্যবস্থাপনা। • এক্স-গার্ডেন সেল এর আওতায় চা বিক্রয়ের জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন • চা বাগান কর্তৃক মাসিক-বাৎসরিক রিটার্ন ফর্ম অনলাইনে দাখিল (রিটার্ন-১, রিটার্ন-২, রিটার্ন-৩)। • চা বাগানের (রোপনকৃত/প্রাকৃতিক) বনজ সম্পদ কর্তন/অপসারণের বিষয়ে চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন এবং সুপারিশ ব্যবস্থাপনা। • চা বাগান/ক্ষুদ্রায়তন চা বাগানের জন্য অনলাইনে আবেদন এবং নিবন্ধীকরণ ব্যবস্থাপনা। • চা কারখানার নিবন্ধন ও নবায়নের জন্য অনলাইনে আবেদন এবং নিবন্ধীকরণ ব্যবস্থাপনা। • ক্ষুদ্র চা চাষীদের নিবন্ধন ও নবায়নের জন্য অনলাইনে আবেদন এবং নিবন্ধীকরণ ব্যবস্থাপনা। • চা বোর্ডের মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন। • চা বাগান সৃজনশীল করার জন্য বাগানসমূহে নতুন উদ্ভাবিত চায়ের উচ্চ ফলনশীল ক্লোন চারা ও উন্নত জাতের বীজের জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা। • মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণের জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ও প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থাপনা। • সবুজ পাতার নমুনা বিশ্লেষণের জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ও প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থাপনা। • চা নার্সারীর মাটি ও চা আবাদির মাটির কৃমি পোকার বিশ্লেষণের জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ও প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থাপনা। • রাসায়নিক সারের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ও প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থাপনা। • জৈব সার, কম্পোস্ট ও ভার্মিকপোস্ট এর নমুনা বিশ্লেষণের জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ও প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থাপনা। • ডলোমাইট/চুন টেস্টের জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ও প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থাপনা। • পানির নমুনা পরীক্ষার জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ও প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থাপনা।	বাংলাদেশ চা বোর্ড

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্ট এবং সেবার তালিকা	দপ্তর/ সংস্থার নাম
	• চা গাছের রোগাক্রান্ত নমুনা বিশ্লেষণের জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ও প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থাপনা। • চা গাছের পোকামাকড় নমুনা বিশ্লেষণের জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ও প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থাপনা। • নতুন নতুন বালাইনাশকের কার্যকারিতা যাচাই ও মান নির্ধারণের জন্য অনলাইনে আবেদন ও প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থাপনা। • তৈরি চা (অর্গানোলেপটিক, বায়োলেপটিক) নমুনার গুণগতমান বিশ্লেষণের জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ও প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থাপনা। • তৈরী চায়ের রেসিডিউ মাত্রা বিশ্লেষণের জন্য চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ও প্রতিবেদন প্রদান ব্যবস্থাপনা। • বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা ব্যবস্থাপনা। • বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক চা বাগান পরিদর্শন (উপদেশমূলক) ব্যবস্থাপনা। • চা বাগানে অবস্থিত স্কুল শিক্ষার্থীদের চা বাগান কর্তৃক অনলাইনে শিক্ষা বৃত্তির জন্য আবেদন (শিক্ষা ট্রাস্ট) এবং তালিকা প্রণয়ন। • প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক নিয়মিত চা বাগান পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা। • প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক প্রফেশনাল কোর্স অনলাইনে আবেদন ও ব্যবস্থাপনা। • চা বাগানের উৎপাদন, মজুদ ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা। • চা বাগান শ্রমিকের তথ্য, কর্ম ও বেতন/মজুরী ব্যবস্থাপনা।	
০৭	**বাণিজ্য ও শুল্ক ব্যবস্থাপনা সিস্টেম** • শুল্ক/বাণিজ্য সংক্রান্ত রপ্তানি বাধা দূরীকরণে সুপারিশ প্রণয়ন ব্যবস্থাপনা। • শুল্ক হারের অসংগতি দূরীকরণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন ব্যবস্থাপনা। • দেশীয় শিল্প বিকাশের স্বার্থে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের সুপারিশ প্রণয়ন ব্যবস্থাপনা। • এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপের লক্ষে আবেদন, তদন্ত পরিচালনা ও সুপারিশ প্রণয়ন ব্যবস্থাপনা। • কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে আবেদন, তদন্ত পরিচালনা ও সুপারিশ প্রণয়ন ব্যবস্থাপনা। • সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের লক্ষে আবেদন, তদন্ত পরিচালনা ও সুপারিশ প্রণয়ন ব্যবস্থাপনা।	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন
০৮	**বাণিজ্য মেলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম** • অর্থ বছরের শুরুতে পরবর্তী বছরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ক্যালেন্ডার প্রণয়নের জন্য মেলার প্রস্তাব সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা। • বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহনের জন্য আবেদনপত্র আহবান ব্যবস্থাপনা। • বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পন্য প্রদর্শনীর জন্য আবেদনপত্র আহবান ব্যবস্থাপনা। • ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহনের জন্য আবেদনপত্র আহবান (ডিআইটিএফ) ব্যবস্থাপনা।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
০৯	**আর.জে.এস. সি রেজিস্টার্ড এনটিটি পোর্টাল এন্ড ডিজিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম** • নামের ছাড়পত্র ব্যবস্থাপনা। • এনটিটি প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা।	যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কল্যাণে বর্তমানে ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম/সমন্বিত ডিজিটাল সেবা বাতায়ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে উপকারভোগীরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সকল সেবা অনলাইনে আবেদন ও গ্রহণ করতে পারছে। এর ফলে নাগরিকদের সময়, খরচ ও যাতায়াত সাশ্রয় হচ্ছে। এছাড়াও, এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অনলাইনে যেকোন সময় তাদের চাহিত প্রতিবেদন দেখতে পারছেন এবং সকল প্রকার আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ ও সেবা প্রদান করতে পারছেন। এর ফলে একই ঠিকানায় সকল বাণিজ্য সংক্রান্ত সেবা পাওয়া যাচ্ছে যা পূর্বে ম্যানুয়ালি সম্পন্ন করা হত।

রপ্তানি অনুবিভাগ

১। রপ্তানি চিত্র:

১.১ রপ্তানি আয়: ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে পণ্য খাতে ও সেবা খাতে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পণ্য খাতে অর্জিত রপ্তানি আয় ৫৫,৫৫৮.৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয় ৫২,০৮২.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৬.৬৭ শতাংশ বেশী। কোভিড অতিমারির সময় বাদে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে রপ্তানি আয় ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা নিম্নের চিত্রে প্রদর্শন করা হলো:

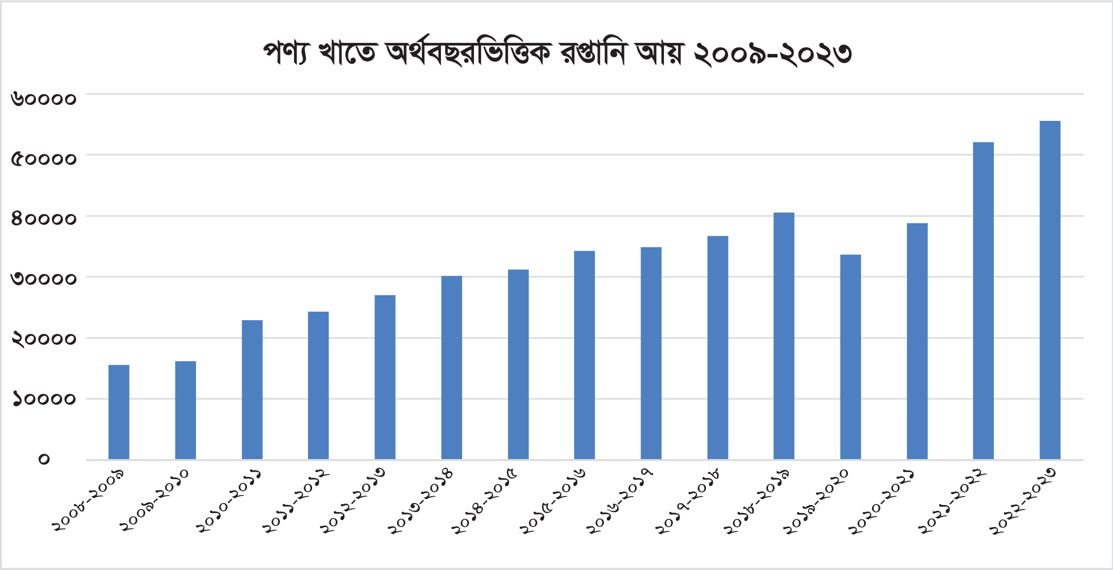

২০১২-২০১৩ অর্থবছরের সেবা খাতে মোট রপ্তানি আয় ছিল ২,৯৩৬.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সেবা খাতের রপ্তানি আয় হয়েছে ৭৪৯৭.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ সেবা খাতের রপ্তানিতে এ সময়ে ১৫৫.৩৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১২-২০১৩ হতে ২০২২-২০২৩ সময়ে সেবা খাতে রপ্তানি আয়ের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

অর্থ বছর	সেবা খাতে রপ্তানি আয়	প্রবৃদ্ধি
২০১২-২০১৩	২৯৩৬.৩০	-
২০১৩-২০১৪	৩২৪৩.৮৮	(+) ১০.৪৮%
২০১৪-২০১৫	৩২১০.৮৫	(-) ১.০২%
২০১৫-২০১৬	৩৪৯৪.৯০	(+) ৮.৮৫%
২০১৬-২০১৭	৩৬৫৩.৭১	(+) ৪.৫৪%
২০১৭-২০১৮	৪৫৮৬.৩১	(+) ২৫.৫২%
২০১৮-২০১৯	৬৪৯২.৬৮	(+) ৪১.৫৭%
২০১৯-২০২০	৬০৮১.১৮	(-) ৬.৩৪%
২০২০-২০২১	৬৬০৮.৮৮	(+) ৮.৬৮%
২০২১-২০২২	৮৮৮৮.৬০	(+) ৩৪.৪৯%
২০২২-২০২৩	৭৪৯৭.৪৮	(-) ১৫.৬৫%

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বস্ত্র খাত হতে রপ্তানি আয় হয়েছিল ১২,৮৭৯.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে হয়েছে ৪৮,১৯৬.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সে হিসেবে, বস্ত্রখাতে রপ্তানি আয় প্রায় চারগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.২ রপ্তানি গন্তব্য: বাংলাদেশ হতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ২১০টি দেশে ৮০৬ ধরণের পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, স্পেন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ভারত এবং জাপান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্ন ছকে ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশভিত্তিক রপ্তানির পরিমাণ ও প্রবৃদ্ধি দেখানো হলো:

ক্রম	দেশ	২০২১-২২	শতকরা মোট রপ্তানি	২০২২-২৩	শতকরা মোট রপ্তানি	শতকরা প্রবৃদ্ধি
১	যুক্তরাষ্ট্র	১০৪১৭.৭২	২০.০০	৯৭০১.৩৪	১৭.৪৬	-৬.৮৮
২	জার্মানি	৭৫৯০.৯৭	১৪.৫৭	৭০৭৯.৭৭	১২.৭৪	-৬.৭৩
৩	যুক্তরাজ্য	৪৮২৮.০৮	৯.২৭	৫৩১০.০৯	৯.৫৬	৯.৯৮
৪	স্পেন	৩১৬৬.৩৭	৬.০৮	৩৬৮৩.৪৩	৬.৬৩	১৬.৩৩
৫	ফ্রান্স	২৭১১.০৬	৫.২১	৩২৯১.৬৯	৫.৯২	২১.৪২
৬	ইতালি	১৭০২.২৯	৩.২৭	২৩৯১.৪৮	৪.৩০	৪০.৪৯
৭	ভারত	১৯৯১.৩৯	৩.৮২	২১২৯.৪৯	৩.৮৩	৬.৯৩
৮	নেদারল্যান্ড	১৭৭৫.০১	৩.৪১	২০৮৯.৬৬	৩.৭৬	১৭.৭৩
৯	জাপান	১৩৫৩.৮৫	২.৬০	১৯০১.৫৮	৩.৪২	৪০.৪৬
১০	পোল্যান্ড	২১৩৯.২৪	৪.১১	১৮৫১.৬৮	৩.৩৩	-১৩.৪৪
১১	অন্যান্য	১৪৪০৬.৬৮	২৭.৬৬	১৬১২৮.৫৬	২৯.০৩	১২.০০

১.৩ রপ্তানি পণ্য: বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত পণ্যের সিংহভাগই হচ্ছে তৈরি পোশাক। তাছাড়া কৃষি পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি পণ্য রপ্তানি হয়। ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ নিম্নে পাইচার্ট আকারে দেখানো হলো:

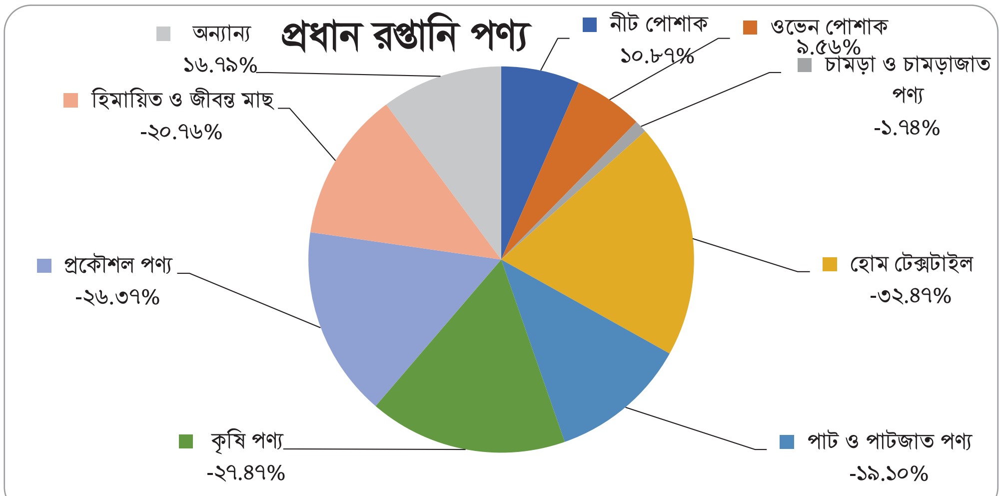

নিম্ন ছকে ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রধান রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ ও প্রবৃদ্ধি দেখানো হলো:

মিলিয়ন মার্কিন ডলারে

পণ্যসমূহ	রপ্তানি (২০২২-২৩)	রপ্তানি (২০২১-২২)	শতকরা প্রবৃদ্ধি
১	২	৩	৪
সকল পণ্য	৫৫৫৫৮.৭৭	৫২০৮২.৬৬	৬.৬৭
নিটওয়্যার	২৫,৭৩৮.২০	২৩,২১৪.৩২	১০.৮৭
ওভেন গার্মেন্টস	২১,২৫৩.৪১	১৯,৩৯৮.৮৪	৯.৫৬
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	১২২৩.৬২	১২৪৫.১৮	-১.৭৪
হোম টেক্সটাইল	১০৯৫.২৯	১৬২১.৯৩	-৩২.৪৭
পাট ও পাটজাত পণ্য	৯১২.২৫	১১২৭.৬৩	-১৯.১
কৃষিজাত পণ্য	৮৪৩.০৩	১১৬২.২৫	-২৭.৪৭
ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য	৫৮৫.৮৫	৭৯৫.৬৩	-২৬.৩৭
পাদুকা	৪৭৮.৮৬	৪৪৯.১৫	৬.৬১
হেডগিয়ার/ক্যাপ	৪৪৭.৪৩	৩৬৪.৬৩	২২.৭১
হিমায়িত ও জীবিত মাছ	৪২২.২৮	৫৩২.৯৪	-২০.৭৬

২ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম

২.১ রপ্তানি নীতি ও পণ্য বহুমুখিকরণ:

ত্রি-বার্ষিক রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ প্রণীত হয়েছে। রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ এ ২০২৪ সালের মধ্যে ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে রপ্তানি পণ্য বহুমুখিকরণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। রপ্তানি পণ্য বহুমুখিকরণের লক্ষ্যে রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য/খাতকে বিশেষভাবে নীতি সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ এ ১৪টি পণ্য/খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত এবং ১৯টি পণ্য/খাতকে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতে বিভক্ত করা হয়েছে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এ সকল খাতের অনুকূলে বিশেষ নীতি সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যসমূহের মূল্য প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি আয়ের বিপরীতে সর্বনিম্ন ২ শতাংশ হতে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ হারে নগদ আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

পণ্য বহুমুখিকরণ ও রপ্তানি খাতের টেকসই উন্নয়নে Export Copetetiveness for Jobs (EC4J) প্রকল্পের অধীন চামড়া এবং চামড়াজাত ও নন-লেদার পণ্যের ওপর “Export Roadmap” প্রণয়ন; চামড়া, প্লাস্টিক ও হালকা প্রকৌশল পণ্য খাতে কমপ্লায়েন্স হ্যান্ডবুক প্রণয়ন এবং টেকনোলজি সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পণ্য বহুমুখিকরণ ও রপ্তানি উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর রপ্তানি সম্ভাবনাময় ১টি পণ্য/খাতকে “বর্ষপণ্য (Product of the Year)” ঘোষণা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চামড়া ও পাদুকাসহ চামড়াজাত পণ্য-কে ‘বর্ষপণ্য-২০১৭’, কাঁচামালসহ ঔষধ-কে ‘বর্ষপণ্য-২০১৮’, প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য-কে ‘বর্ষপণ্য-২০১৯’, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য-কে ‘বর্ষপণ্য-২০২০’, আইসিটি পণ্য ও সেবা-কে ‘বর্ষপণ্য-২০২২’ এবং ‘পাটজাত পণ্য’-কে বর্ষপণ্য-২০২৩ ঘোষণা করা হয়েছে।

রপ্তানিমূখী শিল্পের কাঁচামাল আমদানির লক্ষ্যে Export Development Fund (EDF) হতে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে EDF -র আকার ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি।

দেশের সার্বিক রপ্তানি পরিস্থিতি পর্যালোচনা, টেকসই রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে রপ্তানি পদ্ধতি নির্ধারণ, রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান ও রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রপ্তানির ক্ষেত্রে বিরাজমান/উদ্ভূত সমস্যাদি পর্যালোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং এলডিসি গ্রাজুয়েশন পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৪৪ সদস্য বিশিষ্ট ‘রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি’ গঠন করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ‘রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি’র ১১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উল্লিখিত বিষয়ে ২৮টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ‘রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি’র ১১তম সভা ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে গণভবনে অনুষ্ঠিত হয়

২.২। সিআইপি (রপ্তানি ও ট্রেড) কার্ড বিতরণ: রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালার আলোকে সরকার দেশের বিশিষ্ট রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ীগণকে প্রতিবছর পণ্য রপ্তানি ও ট্রেড ক্যাটাগরিতে সিআইপি (রপ্তানি ও ট্রেড) সম্মাননা প্রদান করে আসছে। সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী সিআইপি (পণ্য রপ্তানি) ক্যাটাগরিতে ২২টি পণ্যখাতে ১৪০ জন ও পদাধিকার বলে সিআইপি (ট্রেড) ক্যাটাগরিতে ৪৮ জনসহ সর্বমোট ১৮৮ জনকে সিআইপি (রপ্তানি) নির্বাচন করার বিধান রয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী সর্বশেষ ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে ১৪০ জনকে পণ্য রপ্তানি ক্যাটাগরিতে এবং ৪০ জনকে ট্রেড ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ১৮০ জনকে সিআইপি (রপ্তানি ও ট্রেড)-২০২১ সম্মাননা প্রদান করে কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালা-২০১৩ সংশোধনপূর্বক সিআইপি (রপ্তানি ও ট্রেড) নীতিমালা-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিআইপি (রপ্তানি ও ট্রেড)-২০২১ কার্ড প্রদান অনুষ্ঠান

২.৩। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান: রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং রপ্তানির প্রকৃতি ও পরিমাণের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশি পণ্য ও সেবা রপ্তানিতে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং উক্তরূপ কারো নিয়োজিত সংস্থার উদ্যোক্তাগণকে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান এবং বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে তাঁদেরকে যথোপযুক্ত সম্মাননা প্রদানের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়। জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা- ২০১৩ অনুযায়ী ৩২টি খাতে রপ্তানি ট্রফি প্রদান করার বিধান রয়েছে। সর্বশেষ ১৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ ৭০ প্রতিষ্ঠানকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি এবং সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠানকে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি" প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০১৩ সংশোধনপূর্বক জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান

২.৪। জাতীয় চা দিবস উদ্‌যাপন: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চা শিল্পে অসামান্য অবদানকে স্মরণীয় করে রাখা এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে চা শিল্পের ভূমিকা বিবেচনায় চা বোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ ০৪ জুন ১৯৫৭ স্মরণে ০৪ জুনকে 'জাতীয় চা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ৩য় জাতীয় চা দিবসের অনুষ্ঠান এ বছর শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় চা পুরস্কার নীতিমালা-২০২২' অনুযায়ী ৮টি ক্যাটাগরিতে ২ ব্যক্তি ও ৬ প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় চা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় চা দিবস অনুষ্ঠানে 'জাতীয় চা পুরস্কার' প্রদান করছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

৩। বিদেশে অবস্থিত বাণিজ্যিক মিশনসমূহ

বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন যথা সুইজারল্যান্ড (জেনেভা), সংযুক্ত আরব আমিরাত (দুবাই), এবং ভারত (নয়াদিল্লী) এ কমার্শিয়াল কাউন্সেলর পদে ৩ জন এবং সুইজারল্যান্ড (জেনেভা) এ প্রথম সচিব পদে ১ জন কর্মকর্তা নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচিত কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে শীঘ্রই স্ব স্ব কর্মস্থলে প্রেরণ করা হবে। এছাড়া, টোকিও, বেইজিং, বার্লিন, মাদ্রিদ, মস্কো ও ওয়াশিংটন ডিসিতে কমার্শিয়াল কাউন্সেলরের ছয়টি পদে এবং কলকাতায় প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক)-র একটি পদে নিয়োগে প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মায়ানমার হতে বিদ্যমান বাণিজ্যিক উইংটি ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় স্থানান্তর এবং ইন্দোনেশিয়া ও মেক্সিকোতে বাণিজ্যিক উইং স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

তুরস্কের আংকারায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে বাণিজ্যিক উইং সৃজনের লক্ষ্যে অস্থায়ী পদ এবং অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আফ্রিকা মহাদেশের যে কোন একটি শহরে বাণিজ্যিক উইং সৃজনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়েছে।

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের বাণিজ্যিক উইংয়ের সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য নিয়মিত ভার্চুয়াল সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভায় রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক কুটনীতি জোরদারকরণসহ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৪। বিদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও MOU স্বাক্ষর

৪.১। রপ্তানি বৃদ্ধিতে বিদেশে বাণিজ্যিক ডেলিগেশন প্রেরণঃ

২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত Trade and Investment Fair-2023 এ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। সফরকালে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী এক্সিবিশন উদ্বোধন করেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন এবং বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, ঔষধসহ বিভিন্ন পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি করার জন্য বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের প্রতি অনুরোধ জানান।

Bangladesh Product Exhibition 2023 in Riyadh এ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

১২-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল ফ্র্যান্সের প্যারিসে OECD কর্তৃক আয়োজিত Responsible Business Conduct সভায় অংশগ্রহণ করে। সভায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি মাননীয় মন্ত্রী সৌদি ট্রেড মিনিস্টারসহ বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যমন্ত্রীগণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সুযোগ উন্মোচনের অনুরোধ জানান।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী পিটার সিপারটোর মধ্যে প্যারিসে দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় এবং হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীকে হাঙ্গেরি সফরের আমন্ত্রণ জানান।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ফ্রান্সের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন The Movement of the Enterprizes of France-MEDEF-র উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সাথে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রতিনিধিদলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় মন্ত্রী ফ্রান্সের ব্যবসায়ীগণকে বাংলাদেশ হতে আরো বেশি পরিমাণ পণ্য ও সেবা আমদানি এবং বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানান।

মুখ্যসচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবসহ ২৭ মার্চ ২০২৩ হতে ০১ এপ্রিল ২০২৩ মেয়াদে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধিদল বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও ডেনমার্ক সফর করেন। প্রতিনিধিদল ইউরোপিয় পার্লামেন্ট-র বাণিজ্য বিষয়ক INTA Committee প্রেসিডেন্ট Mr. Bernd Lange MEP, Mr. Maximillian Krah MEP এবং Ms. Heidi Hantala MEP -র সাথে সাক্ষাতে EU-র নতুন GSP regulation এ বাংলাদেশের সকল রপ্তানি পণ্যের DFQF প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

এছাড়া ইউরোপিয় কমিশনের DG Employment Mr. Joost Korte, DDG Trade, Ms. Maria Martin-Prat European Commission-র অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক উপ মহাসচিব মিস হেলেনা কনিগ ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদল এ সকল আলোচনায় বাংলাদেশ ও ইউরোপিয় ইউনিয়নের দেশসমূহের সাথে গভীর বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর জোর দেন। ২০২৬ সালে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পরেও যাতে EU তে শুল্কমুক্ত সুবিধা বজায় থাকে তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া WTO তে চলমান বাণিজ্য আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য International Support measures ৬ বছরের জন্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাবে সমর্থন দেবার অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন SDG বাস্তবায়ন, শ্রম অধিকার নিশ্চিতকরণ, শিল্প কারখানাকে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এছাড়া দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ইউরোপিয় পার্লামেন্টের INTA কমিটি প্রেসিডেন্ট Mr. Bernd Lange এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব

European Commission-র DG, Employment MI. Joost Korte-র সাথে
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

EU -র উপমহাসচিব Ms. Helena Konig-র
সাথে ব্রাসেল্স এ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব এবং সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

০৫-০৯ মে ২০২৩, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল হাঙ্গেরি ও গ্রিস সফর করে। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী, হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী মি. পিটার সিপারটোর সহিত সভাকালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গ্রিস পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মি. কনসটেনটিনস ফ্রাগোকাজিয়ানিস-র সাক্ষাতকালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

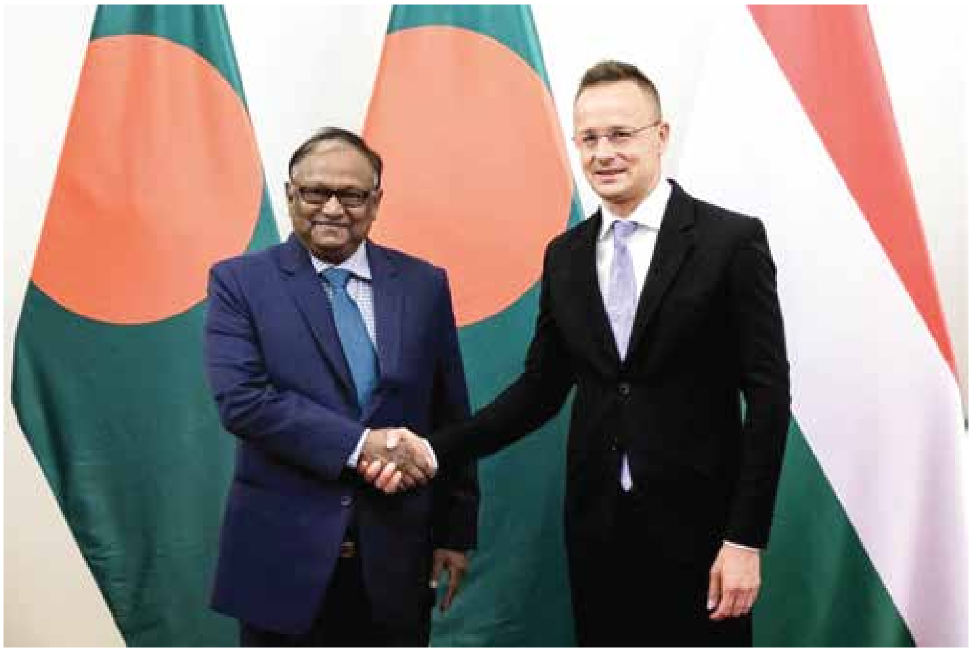

০৫ মে ২০২৩ তারিখে বুদাপেস্টে হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী পিটার সিজ্জারটো (Péter Szijjártó) সাথে
মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এর আমন্ত্রণে ৩০ মে ০২ জুন মেয়াদে অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) জনাব মোঃ আবদুর রহিম খান-র নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ওয়ার্ল্ড সার্কুলার ইকোনমি ফোরামে যোগদানের লক্ষ্যে ফিনল্যান্ড সফর করে। ফোরামে সাসটেইনেবল ফ্যাশনস, সার্কুলার উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তৈরী পোশাক খাতে সার্কুলার ইকোনমি প্রচলনে বিভিন্ন প্রকার সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

৪.২। রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশী বাণিজ্যিক ডেলিগেশনের বাংলাদেশ সফর:

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ২য় ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ডায়ালগ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যুক্তরাজ্যের ১৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ লক্ষ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ যেমন: বিনিয়োগ, ব্যবসা সহজিকরণ, ফার্মাসিউটিক্যাল, আর্থিক খাতসমূহের উন্নয়ন, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ও মেধাসত্ত্ব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বর্ণিত আলোচনার মাধ্যমে দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভিন্নমাত্রা পাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ অনুষ্ঠিত ২য় ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ডায়ালগে দু'দেশের প্রতিনিধিদলের সদসস্যবৃন্দ

বাংলাদেশ ও এসওয়াতিনির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৭-২২ জুলাই ২০২২ এসওয়াতিনির শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী Mr.Senator Manqoba Khumalo-র নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেন। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সহিত দ্বিপাক্ষিক সভায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ও এসওয়াতিনির শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী Mr.Senator Manqoba Khumalo-র বৈঠক

বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে Trade and Investment FrameWork Agreement (TIFA)-র অধীনে ২য় Joint Working Group-র সভা ১৪ মার্চ ২০২৩ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অস্ট্রেলিয়ার First Assistant Secretary, North and South Asia-র নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ পক্ষের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA)-র
অধীনে ২য় Joint Working Group-র ২য় সভা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়

Trade and Investment Frame Work Agreeement (TIFA)-র
অধীনে ২য় Joint Working Group-র সদস্যবৃন্দ

মোজাম্বিকের Director General for Asia and Oceania, Mr. Jose Matsinha-র নেতৃত্বে ছয় সদস্য বিশিষ্ট মাল্টিসেক্টোরাল টেকনিক্যাল প্রতিনিধিদল ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ বাংলাদেশ সফর করে। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রতিনিধিদলের সাথে দ্বিপাক্ষিক সভায় বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখ অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে Mr. Do Quoc Hung, Deputy Director General, Asia And Africa Market Department , Ministry of Industry and Trade, Vietnam-র দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দ্বিপাক্ষিক সভায় বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য 3rd Joint Trade Committee (JTC)-র সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

২৯ জুলাই ২০২২, বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে Intergovernmental Commission on Trade and Economic Cooperation, এর ৩য় সভা ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উজবেকিস্তানের উপ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৯ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। উক্ত দ্বিপাক্ষিক সভায় মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। সভায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নির্ধারিত এজেন্ডা অনুসারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উজবেকিস্তানের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধি, বাংলাদেশে বিনিয়োগ আর্কষণসহ উভয় পক্ষের বাণিজ্য সহজিকরণে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ ও উজবেকিস্তানের মধ্যে ২৯ জুলাই ২০২২ অনুষ্ঠিত ৩য় ইন্টারগভার্নমেন্টাল কমিশনের সভার প্রটোকল স্বাক্ষর করেছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এবং উজবেকিস্থানের উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব জামশেদ কুদযায়েভ

০৪ অক্টোবর ২০২২, ঢাকায় নিযুক্ত সুইডিস এ্যাম্বাসেডর মিজ আলেকজেন্ডার বার্গ ভন লিন্ডের নেতৃত্বে, H&M এর গ্লোবাল CFO-সহ একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা করেন। সভায় সুইডেনে বাংলাদেশের বৈচিত্রময় পণ্য রপ্তানির সুযোগ উন্মোচন এবং সুইডিশ প্রত্যক্ষ বিনেয়োগ বৃদ্ধির আহবান জানানো হয়। সুইডিস পক্ষ বাংলাদেশ হতে পণ্য আমদানি দ্বিগুন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। পণ্য উৎপাদনে সার্কুলার ব্যবস্থা, পরিবেশ দুষণ হ্রাস করা এবং শ্রম আইন বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত H.E. Ms. Winnie Estrup Petersen মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি মহোদয়ের সাথে ১৮ জুলাই ২০২৩ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তারা উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের নানা দিকসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত H.E. Ms. Winnie Estrup Petersen-র সাথে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর বৈঠক

১২ অক্টোবর ২০২২, কসোভোর ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার মিঃ ক্রেসনিক আহমেতি-র সাথে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, ঔষধ, পাট ও পাটজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানির সুযোগ উন্মোচনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

২১ নভেম্বর ২০২২, ইতালির বাণিজ্য বিষয়ক বিশেষ দূত প্রফেসর রোমিও ওরল্যান্ডি এবং ঢাকাস্থ ইতালির রাষ্ট্রদূত এনরিকো নাজিয়াটার সাথে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় Expo 2030 আয়োজনের বিষয়ে ইতালিকে সমর্থন প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়। ইতালির বাজারে বাংলাদেশের বৈচিত্রময় পণ্য রপ্তানি, মানব সম্পদ রপ্তানি এবং বাংলাদেশে ইতালির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় মন্ত্রী অনুরোধ জানান।

০৮ জানুয়ারি ২০২৩, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মেম্বার মিজ রোশনারা আলী এমপির সাথে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নতুনভাবে প্রবর্তিত UK DCTS-এ এলডিসিভুক্ত এবং নতুন গ্র্যাজুয়েটেড দেশসমূহের জন্য বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য বাণিজ্যমন্ত্রী ব্রিটিশ সরকারকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ঢাকায় নিযুক্ত ব্রাজিলের এ্যাম্বাসেডরের সাথে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্রাজিলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ বাধাসমূহ দূরীকরণের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী অনুরোধ জানান। মারকোসুরভুক্ত দেশসমূহের সাথে FTA/PTA স্বাক্ষরে ব্রাজিলের সমর্থন প্রদানের অনুরোধ জানান।

০২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হেরু হারতান্তো সুবোলোর সাক্ষাৎ করেন। সভায় দুদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত হেরু হারতান্তো সুবোলোর সাক্ষাৎ

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ঢাকায় নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার ড. লিলি নিকোলাসের সাথে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কানাডাতে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবা রপ্তানি এবং সয়াবিন, সানফ্লাওয়ার ওয়েল, ক্যানোলা অয়েল সহ অন্যান্য খাতে কানাডার প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের আহবান জানানো হয়। এ ছাড়া ২০২৫ সাল হতে কার্যকর কানাডার নতুন GPT তে এলডিসিভুক্ত এবং নতুনভাবে গ্র্যাজুয়েটেড দেশসমূহের জন্য বিদ্যমান GSP সুবিধা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানানো হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে আর্জেন্টিনার মিনিস্টার অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এন্ড ওয়্যারশিপ মি: এ্যান্টিয়াগো আন্ডেস কাফিয়েরোর সাথে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আর্জেন্টিনার বাজার বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশাধিকারে ট্যারিফ এবং নন-ট্যারিফ সুবিধাসমূহে দূরীকরণের অনুরোধ জানান এবং মারকোসুরভুক্ত দেশসমূহের সাথে FTA/PTA স্বাক্ষরে আর্জেন্টিনার সমর্থনের অনুরোধ জানানো হয়।

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল অন ইকোনমিক এন্ড গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স মিস হেলেনা কনিগের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সাথে ১১ মে ২০২৩ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় মন্ত্রী এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী EBA সুবিধা আরো ৬ বছরের জন্য বহাল রাখার অনুরোধ জানান। এছাড়া পণ্য বৈচিত্রিকরণ ও কার্বন দূষণ প্রতিরোধে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কারিগরি সহযোগিতার অনুরোধ জানানো হয়।

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক বিষয়ক উপ-মহাসচিব এইচ.ই. মিসেস হেলেনা কোনিগ (H.E. Ms. Helena Konig) সাক্ষাৎ করেন

১৮ মে ২০২৩ উজবেকিস্তানের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার জনাব বাখরম এ্যালেয়েভের সাথে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দু'দেশের মধ্যে বস্ত্র ও কটন খাত, ঔষধ শিল্প, তৈরি পোশাক, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ট্যুরিজম, সরাসরি বিমান পরিচালনা, সংস্কৃতিক সহযোগিতাসহ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বাংলাদেশ উজবেকিস্তান ৪র্থ ইন্টারগভর্নমেন্টাল কমিশনের সভা উজবেকিস্তান আয়োজন করবে বলে উজবেক মন্ত্রী জানান এবং মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীকে সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান।

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের তাঁর অফিসকক্ষে
ঢাকা সফররত উজবেকিস্তানের উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাখরম এ্যালোয়েভ (Bakhrom Aloev) সাক্ষাৎ করেন

৫। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৩: পূর্বাচলে নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ০১-৩১ জানুয়ারি ২০২৩ মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৩ উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ: ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ২৫টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে:

Sl.	Name of the Fair	Duration	Country
1	Apparel Sourcing Wee	01-02 July, 2022	Bangalore, India
2	Texworld and Apparel Sourcing/ Leatherworld/ Fabrics and Denim	04-06 July, 2022	Paris, France
3	Global Sourcing Association (GSA); The Festival of Sourcing.	05-06 July, 2022	UK
4	Asia Apparel Expo	05-07 July, 2022	Berlin, Germany
5	Pure London (Pure Origin)	17-19 July, 2022	London, UK
6	Texworld USA Summer	19-21 July, 2022	USA

Sl.	Name of the Fair	Duration	Country
7	Men's Apparels Guild in California, (MAGIC)	07-09 August, 2022	Las Vegas, USA
8	Medic West Africa	7-9 September 2022	Nigeria
9	Foodex Saudi	13-16 September 2022	Jeddah, KSA
10	Seoul International Sourcing Fair	29 September to 01 October, 2022	Seoul, South Korea
11	Craft Istanbul-2022	05-09 October 2022.	Istanbul, Turky
12	SIAL Food Fair	15-19 October 2022	Paris France
13	Africa Health Exibition-2022,	26-28 October 2022	South Africa
14	Asian Housewares & Kitchen Show (Mega Show Part-1)	15-18 November, 2022.	Hong Kong
15	41st India International Trade Fair (IITF)	24-27 November, 2022.	Delhi, India.
16	6th Morocco Fashion Tex Style	07-10 December, 2022.	Morocco
17	India International Mega Trade Fair (IIMTF),	16 December to 03 January, 2022.	Kolkata, India
18	Heimtextil-Frankfurt	10-13 January 2023.	Frankfurt Germany
19	Frankfurt International Trade Fair (Ambient)	. 03-07 February 2023.	Frankfurt, Germany
20	Gulfood, Dubai	20-24 February, 2023	UAE
21	Trade & Investment Fair	22-24 February, 2023	Riyad, KSA
22	Fashion world Tokyo	05-07 April, 2023	Japan
23	HKTDC Hong Kong Houseware Fair-2023 (Home In Style)	19-22, April 2023	Hong Kong
24	Seafood Expo Global- 2023	25-27, April 2023	Barcelona, Spain
25	Nepal Chamber Expo 2023	18-22 May, 2023	Nepal

৭। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন: ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ৮৩ টি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

৮। বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩ আয়োজন: এফবিসিসিআই ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে এফবিসিসিআই-র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১১-১৩ মার্চ ২০২৩ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), ঢাকায় বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩ এর শুভ উদ্বোধন করেন। এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩'র সৌদি আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী H. E. Dr. Majid bin Abdullah Al Kassabi-র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল যোগদান করেন।

বাংলাদেশ বিজনেস সামিট-২০২৩'র শুভ উদ্বোধন

৯। **Made in Bangladesh Week-2022:** স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন এবং তৈরি পোশাক খাতের অর্জন বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিজিএমইএ কর্তৃক ১২-১৮ নভেম্বর ২০২২ সময়ে সপ্তাহব্যাপী Made in Bangladesh Week-2022 আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তৈরি পোশাক বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য। বর্তমানে বিশ্বের ১৬০টি দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করা হচ্ছে। Made in Bangladesh Week-2022 আয়োজনের ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের ব্র্যান্ডিং ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত হওয়ার পাশাপাশি এ খাতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

মেইড ইন বাংলাদেশ উইক-২০২২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন

মেইড ইন বংলাদেশ উইক-২০২২ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী

১০। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন:

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় সিংহভাগ তৈরি পোশাক খাত হতে অর্জিত হয়। এই খাতকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড উপখাত গড়ে উঠেছে। নারীর ক্ষমতায়নে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের সাথে বেশ কিছু নীতিগত সহায়তা ও নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে, তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রায় ৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানিতে তৈরি পোশাকের অবদান ৮৪.৫৮%।

দেশের শ্রম পরিস্থিতি, মানবাধিকার পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা ও সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের Committee on International Trade of the European Parliament (INTA) এর প্রতিনিধিদল জুলাই ২০২২ সময়ে বাংলাদেশ সফর করে। প্রতিনিধিদল মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে ২০ জুলাই ২০২২ তারিখে সাক্ষাৎ করেন।

তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি সম্প্রসারণে কমপ্লায়েন্স বিষয়ক সচেতনতামূলক এবং Identifying Issues Relating to the Upcoming New EU GSP Regulations বিষয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ০৪ (চার) টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Identifying Issues Relating to the Upcoming New EU GSP Regulations বিষয়ক কর্মশালার ছবি

তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত মিডলেভেল ম্যানেজারদের ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ক চুক্তির মেয়াদ ৩১ অক্টোবর ২০২২ তারিখ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (BUFT)-তে মিডলেভেল ম্যানেজারদের নতুন কোর্সের উদ্বোধন ও পূর্ববর্তী কোর্সে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (BUFT) মিডলেভেল ম্যানেজারদের নতুন কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক পূর্ববর্তী কোর্সে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান

বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি অনুবিভাগ

বর্তমান সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম কার্যকর পদক্ষেপ হিসাবে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন বাজার সৃষ্টি, পণ্য বহুমুখিকরণ, বিভিন্ন দেশ/জোটের সাথে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এলক্ষ্যে সরকার আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি নীতি-২০২২ প্রণয়ন করেছে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ২৬ টি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি (Preferential Trade Agreement), মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement) এবং সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (Comprehensive Economic Partnarship Agreement) সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (feasibility study) সম্পন্ন করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ১০টি দেশ ও ০৩টি জোটের সাথে বাণিজ্য চুক্তি (PTA/FTA/CEPA) সম্পাদনের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি/সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (PTA/FTA/CEPA)

১.১. ভারতের সাথে একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (Comprehensive Economic Partnership Agreement) সম্পাদনের বিষয়ে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের সভায় নেগোশিয়েশন শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা পরবর্তীতে ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ের সভায় আলোচনা হয়েছে।

তাছাড়া ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ এ বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে Terms of Reference (ToR) between India-Bangladesh CEO's Forum স্বাক্ষরিত হয়। সে মোতাবেক উভয় দেশের ১০ টি সেক্টরের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের নিয়ে সম্প্রতি CEO's Forum গঠিত হয়েছে। ২২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর ভারত সফরকালীন CEO's Forum-র মাধ্যমে দুই দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন বিষয়ে আলোচনা হয়। CEO's Forum এর মাধ্যমে দুদেশের ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে নিজ নিজ দেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহযোগিতা প্রদান করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

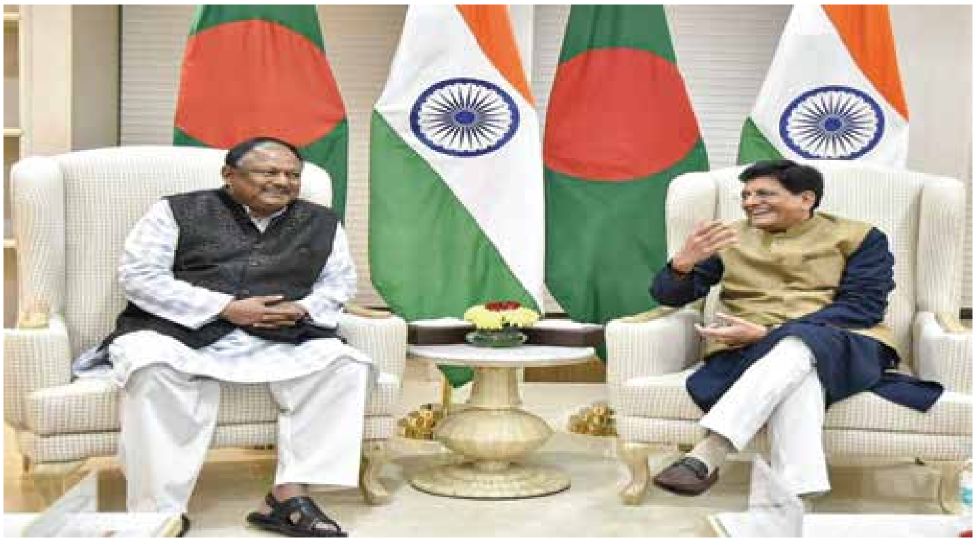

২২ ডিসম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ের
সভায় দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনায় উভয় দেশের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী

১.২ চীনের সাথে অধিকতর বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Joint Feasibility Study) পরিচালনার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে যার আলোকে বর্তমানে সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ হতে চীনের বাজারে ৮৯৩০ টি পণ্যে (চীনের ট্যারিফ লাইনের ৯৮%) শুল্ক মুক্ত কোটা মুক্ত প্রবেশাধিকার পেয়েছে।

১.৩ বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি তথা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে একটি Memorandum of Cooperation on Trade and Investment স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি এবং সিঙ্গাপুরের পরিবহন ও ব্যবসা সম্পর্ক বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী S Iswaran মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন

১.৪ জাপান-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশে ব্যবসারত কোম্পানিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি তথা বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় সহাবস্থানের বিষয়ে একটি road map তৈরির লক্ষ্যে ২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে Memorandum of Cooperation (MoC) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও, জাপানের সাথে Economic Partnership Agreement (EPA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে Joint Study Group (JSG)-র ১ম সভা ১০-১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাপানের সাথে MoC স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ ও জাপানের Ministry of Economy, Trade and Industry-র Vice Minister Mr. Hirai Hirohide

১.৫ Bangladesh-Indonesia Preferential Trade Agreement (BI-PTA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ১৬-১৯ মে ২০২৩ তারিখে দুই দেশের Trade Negotiating Committee (TNC)-র ৪র্থ রাউন্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে Preferential Trade Agreement (PTA) স্বাক্ষর করা যাবে।

বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে PTA সম্পাদনের লক্ষ্যে নেগোশিয়েশন দলিলে স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

১.৬ বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (BS-PTA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে উভয় দেশের মধ্যে Trade Negotiating Committee (TNC) গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে TNC-র ৩য় দফা নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যে একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (BS-PTA) শীঘ্রই সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ-শ্রীলংকার মধ্যকার ২৯ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভা

১.৭ বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো জোরদারকরণে এবং উভয় দেশের জনগণের কল্যাণে তাদের নিজ নিজ অর্থনীতির অগ্রগতি সাধনে পারস্পরিক স্বার্থ সমুন্নত করার লক্ষ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে দুই দেশের মধ্যে Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation and Trade Exchange স্বাক্ষরের করা হয়। বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এবং আর্জেন্টিনার পক্ষে Mr. Santiago Andres Cafiero, Hon'ble Minister of Foreign Affairs, International Trade and Worship of Argentina উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে উভয় দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার মধ্যে Memorandum of Understanding (MoU)
on Cooperation and Trade Exchange স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

১.৮ বাংলাদেশ ও MERCOSUR দেশসমূহের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা ও ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা থেকে বিভিন্ন খাদ্যপণ্য G2G ভিত্তিতে আমদানি করার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা সফর করেন। সেখানে ব্রাজিলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের Secretary General Ambassador Maria Laura da Rocha এবং আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের Under Secretary Mr. Claudia Javier Rozencwaig-র সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে সভায় মিলিত হন।

আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের Under Secretary Mr. Claudia Javier Rozencwaig-র সাথে সাক্ষাৎ

ব্রাজিলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের Secretary General Ambassador-র সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সাক্ষাৎ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্রাজিলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মিস সাদিয়া ফয়জুন্নেসা।

২. আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি

২.১ ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ও Eurasian Economic Commission (EEC)-র মধ্যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ও Eurasian Economic Commission (EEC)-র মধ্যে এফটিএ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে উভয় পক্ষ কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও ইউরেশিয়ান ইকোনমিক কমিশনের মধ্যে গত মে ২০১৯ এ একটি Memorandum of Co-operation (MoC) স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ ও Eurasian Economic Commission (EEC)-র মধ্যে এফটিএ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভা

৩. আঞ্চলিক যোগাযোগ ও ট্রানজিট

৩.১ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি ভুটানের থিম্পুতে ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে "Agreement on the Movement of Traffic-in-Transit Between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Royal Government of Bhutan" স্বাক্ষর করেন। ভুটানের পক্ষে চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন ভুটানের শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী জনাব কর্মা দর্জি। ট্রানজিট চুক্তিটি ইতি:পূর্বে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভুটান অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) কে অধিকতর কার্যকর করবে। স্বাক্ষরিত চুক্তি বাংলাদেশের জন্য কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সংযোগ এবং কৌশলগত সুবিধা বয়ে আনবে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ আন্ত:যোগাযোগ বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক ভ্যালু চেইন সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর অংশ হিসেবে চারিদিকে স্থলভাগ বেষ্টিত ভুটানকে বাংলাদেশ ট্রানজিট চুক্তির আওতায় বিমান, রেল, স্থল, নৌবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করছে। এ চুক্তির ফলে উভয় দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সাথে সাথে আঞ্চলিক যোগাযোগের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভুটানের পণ্য রপ্তানি ও আমদানি করলে বাংলাদেশ বিভিন্ন ফি ও চার্জ লাভ করবে এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটবে। ট্রানজিট এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরসমূহ অধিকতর কর্মক্ষম হবে এবং রাজস্ব আয় বাড়বে। অধিকন্ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ বন্দরসমূহের সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করবে।

বাংলাদেশ ও ভুটান উভয় দেশের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক ট্রানজিট এগ্রিমেন্ট ও প্রটোকল স্বাক্ষর সংক্রান্ত সভা

৪. আর্ন্তজাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

৪.১ ESCAP কর্তৃক আয়োজিত "First Session of the Committee on Trade, Investment, Enterprise and Business Innovation" শীর্ষক অধিবেশন ১২-১৫ ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে এবং অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব নূর মোঃ মাহবুবুল হক ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নের্তৃত্ব প্রদান করেন এবং বর্ণিত অধিবেশনের Vice Chair সহ অপর ২টি সাইড লাইন ইভেন্টের Chair হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যাংককে ESCAP আয়োজিত "First Session of the Committee on Trade, Investment, Enterprise and Business Innovation" শীর্ষক সভা

৪.২ ESCAP, ADB এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে ৫ এপ্রিল ২০২৩ "National Validation Workshop on the Update of the Readiness Assessment for Cross-border Paperless Trade: Bangladesh" শীর্ষক স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন কর্মশালা হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় জনাব তপন কান্তি ঘোষ, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় Readiness Assessment for Cross-border Paperless Trade: Bangladesh" ২০২৩ চূড়ান্ত করা হয়।

হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত "National Validation Workshop on the Update of the Readiness Assessment for Cross-border Paperless Trade: Bangladesh" শীর্ষক স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন কর্মশালা

৪.৩ Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia & the Pacific (CPTA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Standing Committee এবং Paperless Trade Council -র সভা যথাক্রমে ১৯-২১ জুন ২০২৩ এবং ২২-২৩ জুন ২০২৩ এ UNESCAP সদর দপ্তর ব্যাংকক, থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। ২২-২৩ জুন ২০২৩ এ অনুষ্ঠিত Paperless Trade Council এর দ্বিতীয় অধিবেশনে তিন সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন জনাব তপন কান্তি ঘোষ, সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য, Paperless Trade Council এর সভায় বাংলাদেশের সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জনাব তপন কান্তি ঘোষ সভাপতিত্ব করেন।

Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia & the Pacific (CPTA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Standing Committee এবং Paperless Trade Council-র সভা

৪.৪ Commonwealth Trade Ministers Meeting (CTMM) ৫-৬ জুন ২০২৩ তারিখে মার্লবরো হাউজ, লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমনওয়েল্থভুক্ত ৫৬টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। CTMM সভায় মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে "Legal Reform and Digitalisation Working Group" গঠনের এবং "Supporting the Multilateral Trading System"-র আওতায় কমনওয়েল্থ-র পক্ষ থেকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বহুজাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার (Multilateral Trading System) আওতাধীন বিদ্যমান ও প্রতিশ্রুত বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সহায়তাসমূহ (Trade Support Measures) চলমান রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমনওয়েলথ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ গভীর করার জন্য তাদের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে কমনওয়েলথ মন্ত্রীরা ২০৩০ সালের মধ্যে আন্তঃকমনওয়েলথ বাণিজ্য দুই ট্রিলিয়ন-এ উন্নীত করার জন্য আরও উচ্চাকাঙ্খী পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৫-৬ জুন ২০২৩ তারিখ লন্ডনে অনুষ্ঠিত Commonwealth Trade Ministers Meeting (CTMM)

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুবিভাগ

১. ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডব্লিউটিও অনুবিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে "ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি-২০২৩" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ভেটিং সম্পন্ন করে "ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি-২০২৩" মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ১৭ জুলাই ২০২৩ তারিখে "ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি-২০২৩" অনুমোদন করে। ১০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে এটি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

২. ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটি (এনটিএফসি)-র ৬ষ্ঠ সভা কমিটির সভাপতি মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্টের বিভিন্ন প্রভিশন বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত মেজার্সসমূহ বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৩. ৬ থেকে ৭ ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ-র নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ওয়াশিংটন ডিসিতে ৬ষ্ঠ টিকফা কাউন্সিল সভায় যোগদান করেন। উক্ত সভার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসমূহের মধ্যে ছিলো বাংলাদেশের এগ্রিকালচার বায়োটেকনোলজি এর উন্নয়ন, খাদ্য শস্য উৎপাদনে কৃষি ও বীজ সেক্টর কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন পদ্ধতি উন্নয়ন, বাংলাদেশ হতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রিফারেন্সিয়াল মার্কেট এক্সেস সুবিধা প্রাপ্তি ইত্যাদি। উপরোক্ত বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

৬ ডিসেম্বর ২০২২ ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ TICFA metting এ দুই দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

৪. ২৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে জেনেভায় ডব্লিউটিও-র Committee on Market Access এ এলডিসিভুক্ত দেশমূহের কোভিড মহামারী সময়ে ট্রেড ইন গুডস সংক্রান্ত সভায় বাংলাদেশ হতে ডব্লিউটিও অনুবিভাগের যুগ্মসচিব ড. ফারহানা আইরিছ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি তার উপস্থাপনায় কোভিডকালীন সময়ে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য আপদকালীন পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করেন। এই সকল পদক্ষেপগুলো নিয়মিতভাবে ডব্লিউটিও'তে নোটিফাই করা হয় যা অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রসংশিত হয়।

৫. মাল্টিলেটারাল ট্রেডিং সিস্টেমে এলডিসিভুক্ত দেশসমূহের সাথে একাত্ব হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন এলডিসি হতে উত্তরণ ও উত্তরণ পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের সহায়তা প্রাপ্তি, স্পেশাল ও ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট মেজার্সসমূহ বহাল রাখা ইত্যাদি। এছাড়াও Agreement on Fisheries Subsidy সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হচ্ছে। ট্রেড রিলেটেড রেসপন্স টু কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে এলডিসিভুক্ত দেশসমূহের প্রয়োজনীয় ঔষধ ও খাদ্যপণ্যের উপর যেন রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা না হয় সেই বিষয়টি। এছাড়া ট্রিপস এগ্রিমেন্ট-র আর্টিকেল ৬৬.২ অনুযায়ী এলডিসিভুক্ত দেশসমূহে যেন কার্যকরভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হয় সে বিষয়েও আলোচনা চলছে।

৬. বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। ফলে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই বহুপাক্ষিক সংস্থার অর্থায়নে প্রাপ্ত বিবিধ সুবিধা ভোগ করে আসছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে অন্যতম হলো কারিগরি সহযোগিতার আওতায় প্রাপ্ত মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ হতে প্রায় প্রতি বছর ইন্টার্নশিপে একজন করে কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে আসছে। তাছাড়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত অনলাইন ও জেনেভা, সুইজারল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আসছে। গত এক বছরে ৫০ এর অধিক সংখ্যক সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কারিগরি সহায়তার আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। এ সকল প্রশিক্ষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- Advance Trade Policy Course, Advance Training on Services, Advance Training on Agriculture

৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরে Enhanced Integrated framework (EIF)-র অর্থায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও অনুবিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত Export Diversification and Competitiveness Development (EIF Tier II) Project-র আওতায় তৈরি পোশাক শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) ভবনে স্থাপিত Innovation Center-র জন্য স্টুডিও, তথ্য প্রযুক্তি, তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য যান্ত্রিক উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পে পণ্য বহুমূখিকরণ ও অধিকতর মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে Innovation Center প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

BGMEA ভবনে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য প্রতিষ্ঠিত Innovation, Efficiency & Occupation Safety and Health Center

এ প্রকল্পে একজন আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ডিজাইনার ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নিয়োগ করে তার মাধ্যমে Innovation Center এ "Creating High End Fashion with Heritage Materials from Bangladesh" বিষয়ে ১৬০ জন দেশীয় ফ্যাশন ডিজাইনার, ফ্যাশন ডিজাইনের শিক্ষার্থী, তৈরি পোশাক কর্মী এবং এ শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

Creating High End Fashion with Heritage Materials from Bangladesh
বিষয়ক প্রশিক্ষণে দেশীয় জামদানী, খাদি, মসলিন ও সিল্ক ব্যবহার করে উদ্ভাবিত পোশাক

৮. তৈরি পোশাক শিল্পে পণ্য বহুমূখিকরণ ও অধিকতর মূল্য সংযোজনের উদ্দেশ্যে ০৮ (আট) টি প্রশিক্ষণ ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীদের এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া, তৈরি পোশাক শিল্পে "বাংলাদেশ ব্র্যান্ড" প্রতিষ্ঠার জন্য ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমসহ একটি Webpage Develop করা হয়েছে।

Creating High End Fashion with Heritage Materials from Bangladesh বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ গ্রহণ

Creating High End Fashion with Heritage Materials from Bangladesh বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

৯. কৃষি ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশন সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষি শিল্প বিষয়ে বেসরকারি ও সরকারি উভয় ক্ষেত্র হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে Negotiation on Agriculture বিষয়ে ১১ টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২২০ জন অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। একই সময়ে কৃষি শিল্পে রপ্তানি পণ্য বহুমূখিকরণ ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য “Hands on Training on Fruit (Mango, Jackfruit, Pineapple, Banana and Papaya) Processing and Packaging বিষয়ে ২৮ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৫৬০ জন উদ্যোক্তা, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী, এবং এ শিল্পের সাথে জড়িত পেশাজিবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

“Hands on Training on Fruit (Mango, Jackfruit, Pineapple, Banana and Papaya) Processing and Packaging বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী

“WTO Negotiation on Agriculture” Enhanced Integrated framework (EIF) বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

১০. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও অনুবিভাগ কর্তৃক ডায়াগনস্টিক ট্রেড ইন্টিগ্রেশন স্টাডি আপডেট অব বাংলাদেশ: ট্রেড রোডম্যাপ ফর সাসটেইনেবল গ্রাজুয়েশন (১ম সংশোধিত) কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় এলিডিসিভুক্ত দেশ হতে সফল উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ১২টি সেক্টরের ট্রেড রোডম্যাপ সম্বলিত Identification of Trade-related Graduation Challenges and Preparation of Sector-Specific Trade Roadmaps for Overcoming the Challenges শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। বাণিজ্য সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিটিউট (বিএফটিআই) এই সমীক্ষাটি সম্পাদন করেছে। অর্থায়নকারী সংস্থার সাথে সম্পাদিত সমঝোতা স্মরকের শর্ত অনুযায়ী উক্ত রিপোর্ট Enhanced Integrated Framework (EIF) বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মাধ্যমে ভেলিডেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এলডিসিভুক্ত দেশ হতে বাংলাদেশের সফল উত্তরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ১২ সেক্টরের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ সনাক্ত করা এবং তা হতে উত্তরণের রোডম্যাপ প্রস্তাবনা করা হয়েছে এই সমীক্ষাতে। এই সেক্টরগুলো হলো তৈরি পোশাক বা আরএমজি, ঔষধ শিল্প ও এপিআই, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, নন-লেদার ফুটওয়্যার, হালকা প্রকৌশল (লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং), ইলেক্ট্রনিকস ও ইলেক্ট্রিক্যাল পণ্য, জাহাজ নির্মাণ, প্লাস্টিক পণ্য, কৃষিপণ্য ও প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ, পর্যটন, সফটওয়্যার ও আইটি সার্ভিস এবং নার্সিং ও ধাত্রীসেবা (মিডওয়াইফারী)। এলডিসিভুক্ত দেশ হতে বাংলাদেশের সফল উত্তরণের ক্ষেত্রে এই সমীক্ষাটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

Identification of Trade Related Graduation Challenges and Preparation of Sector Specific Trade Roadmaps for Overcoming the Challenges শীর্ষক সমীক্ষার প্রকাশনা অনুষ্ঠান

আমদানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনুবিভাগ

১. দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল ও সহনীয় পর্যায়ে রাখা ও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন:

১.১ দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সহযোগে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে নিয়মিত সভা করা হয়েছে। সভাসমূহে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা, অভ্যন্তরীণ চাহিদা নির্ণয়, স্থানীয় উৎপাদন, মজুদ পরিস্থিতি, আমদানির পরিমাণ ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা এবং ব্যবসায়ীগণের কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকে এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ে সকল পক্ষ সাম্যক অবগত থাকে। প্রয়োজনে এলসি খোলার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা, মূল্য সমন্বয়, সহজ হয়। পণ্য উৎপাদন ও পরিশোধন প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যাবলী চিহ্নিত করা যায়। ব্যবসায়ীদের মতামতের ভিত্তিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পণ্য পরিশোধনকারী কারখানাসমূহে গ্যাস ও বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য সময়ে সময়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ও জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এলসি খোলার সমস্যা দূর করতে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে ডলার সরবরাহ রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংককে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বন্দরে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বন্দর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের শুল্ক সমন্বয় ও ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের জন্য সময়ে সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ জানানো হয়। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য করে স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সভা

১.২ ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাইকারি ও খুচরা বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা প্রয়োজনে জোরদার করা হয়। নিয়মিতভাবে বাজার পরিদর্শন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য, মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কোনরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা/পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। ফলে ঢাকা মহানগরীর বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাম্যক অবহিত থাকা সম্ভব হচ্ছে এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা বজায় রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজারে মোট ৭৩৭টি বাজার মনিটরিং করা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত টিম কর্তৃক বাজার মনিটরিং

১.৩ দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং সারাদেশে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার জন্য জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে ব্যবসায়ীগণ প্রতিষ্ঠানে মূল্য তালিকা টাঙ্গানো, হালনাগাদ রাখা, ভাউচার সংরক্ষণ করা, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি না করা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইসাথে জনসাধারণের মধ্যেও ভোক্তা অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে ১১,৬৭০টি বাজার মনিটরিং করা হয়েছে। ১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত গণশুনানিতে মোট অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে ২৫,৬০৫টি, মোট নিষ্পত্তি ১৯,৫৩৮টি, মোট অনিষ্পন্ন ৬,০৬৭টি। মোট ১০৩৬ জন অভিযোগকারীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৭৬ (৪) ধারায় আদায়কৃত জরিমানার ২৫% হিসেবে ১৮,২৯,২৭৫ (আঠারো লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুইশত পচাত্তর) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

১.৪ বাজারে সরকারের অবস্থান সৃষ্টি করতে প্রয়োজনানুসারে টিসিবির মাধ্যমে কিছু কিছু পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সময়ে সময়ে বাজারে হস্তক্ষেপ করে থাকে। এতে করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব হয় এবং স্বল্প আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান সম্ভব হয়। মার্চ ২০২২ মাস হতে নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ডধারী এক কোটি পরিবারের মাঝে ডিলারদের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে ২ লিটার সয়াবিন তেল, ২ কেজি মশুর ডাল ও ১ কেজি চিনি বিক্রয় অব্যাহত রাখা হয়েছে।

টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারী এক কোটি পরিবারের নিকট পবিত্র রমজান উপলক্ষে ভর্তুকী মূল্যে পণ্য সরবরাহ কর্মসূচির উদ্বোধন

এছাড়া পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে দুই বার ১ কোটি পরিবারের মধ্যে এ পণ্যসমূহ বিতরণ করা হয়েছে। আবার, জুলাই ২০২৩ থেকে স্বল্প আয়ের এ এক কোটি পরিবারকে ৫ কেজি চাল ও ভর্তুকি মূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। সুফলভোগী পরিবারসমূহের তথ্য ডাটাবেজ তৈরি এবং তার ভিত্তিতে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। আশা করা যায়, এর ফলে সুষ্ঠুভাবে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করা সম্ভব হবে।

১.৫ বাজারে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজস, মনোপলি, ওলিগোপলি অবস্থা, জোটবদ্ধতা অথবা কর্তৃত্বময় অবস্থানের অপব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ এবং সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে এবং প্রয়োজনে মামলা দায়েরসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বর্তমান এ ধরণের ৬৬ টি মামলা চলমান আছে।

২. ভেজাল রোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম:

২.১ সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ফলমূল ও খাদ্য সামগ্রীতে ফরমালিন রয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুমিল্লা, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, শেরপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, যশোর, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে স্ব-স্ব জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়।

২.২ ফরমালিন ও বিভিন্ন প্রকার ভেজাল পরীক্ষার জন্য যে সকল কিট ব্যবহৃত হয় সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে এই অর্থবছরে (২০২২-২৩) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে ১৫ মে ২০২৩ তারিখে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩. বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সহজিকরণে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও হালনাগাদকরণ:

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, রপ্তানি সম্প্রসারণে আমদানি সহজিকরণে ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট (কন্ট্রোল) এ্যাক্ট, ১৯৫০ এবং The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 যুগোপযোগীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেইসাথে আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২৪ এবং The Essential Commodities Act, 1956 এবং Bangladesh Chertered Accountants Order, ১৯৭৩ অধিকতর সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. ই-কমার্স সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নে ও এ সেক্টরের সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ:

৪.১ ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ গঠনের লক্ষ্যে ডিজিটাল বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩ এর খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.২ ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশের সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ক্রস-বর্ডার বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সহায়তা করার লক্ষ্যে ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল কমার্স পলিসি ২০২৩ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.৩ ডিজিটাল প্লাটফরমে ভোক্তা সাধারণের অভিযোগ দায়ের এবং নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Central Complaint Management System) ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে।

৪.৪ ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ডিজিটাল বিজনেস আইডেনটিটি (ডিবিআইডি) প্লাটফরম উদ্বোধন করার পর এ পর্যন্ত প্রায় ৪৮০০ টি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই অন্তে ৬৭৫ টি আবেদনের বিপরীতে ডিবিআইডি ইস্যু করা হয়েছে।

৪.৫ বিভিন্ন পেমেন্ট গেটওয়েতে ই-কমার্স কোম্পানীর প্রতারিত গ্রাহকদের আটকে থাকা অর্থ ফেরতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫ টি ই-কমার্স কোম্পানীর ৫৪,১৯৪ জন গ্রাহকের ৩৮১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে।

৪.৬ ডিজিটাল কমার্স সেক্টরের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা সমাধান করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ডিজিটাল কমার্স সেলের নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি কাজ করছে। এ কমিটি এপর্যন্ত ১১ টি সভা আয়োজন করেছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে।

মননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী কর্তৃক কেন্দ্রীয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্বোধন

ট্রেড সাপোর্ট মেজারস অনুবিভাগ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেড সাপোর্ট মেজারস্ অনুবিভাগ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে ২৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে গঠিত হয়। এ অনুবিভাগ হতে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার প্রবেশাধিকারসহ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় স্বল্পোন্নত দেশসমুহের জন্য প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধা হারানোর প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ধরে রাখা, রপ্তানী বহুমুখিকরণসহ রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম ট্রেড সাপোর্ট মেজারস (টিএসএম) অনুবিভাগ পরিচালনা করছে। মসৃণ ও টেকসই উত্তরণ নিশ্চিতকরণপূর্বক পরবর্তী সময় উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য প্রযোজ্য বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনের বিধিবিধান ও বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহের আলোকে প্রধান প্রধান বাণিজ্য অংশীদারসহ সম্ভাব্য সকল আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবার অগ্রাধিকার ও প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে টিএসএম অনুবিভাগ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

১. স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির আওতায় গঠিত Sub-committee on Preferential Market Access and Trade Agreement I Sub-committee on WTO issues (other than TRIPS) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাসহ কৌশলপত্র হালনাগাদ করার লক্ষ্যে অংশীজনের মতামত গ্রহণের জন্য স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকবেলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতি ও করণীয় অবহিতকরণ শিরোনামে "Mitigating the Challenges of LDC graduation from the perspective of LDC-5" বিষয়ে ১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকবেলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতি ও করণীয় অবহিতকরণ শিরোনামে "Preparedness to Comply with WTO Provision: LDC Graduation Perspective" বিষয়ে ১৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে দু'টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১২ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে "স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতি ও করণীয় অবিহিতকরণ" বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২. বিগত ৫-৯ মার্চ ২০২৩ এ কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের জন্য ৫ম জাতিসংঘ সম্মেলন “5th UN Conference on the Least Developed Countries (LDC-5)”-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনের সাইড লাইন ইভেন্টস এ বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ধারাবাহিক অগ্রগতি তুলে ধরা এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে মসৃণ ও টেকসই উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের অভিপ্রায়ে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত উক্ত সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৫-৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ৫ম জাতিসংঘ সম্মেলন

৩. স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তত্ত্বাবধানে Doha Programme of Action (DPoA)-র আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতিপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য যথাসময়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪. স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকবেলায় বাণিজ্য বহুমুখিকরণের উদ্দেশ্যে “হালাল মাংস রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতপূর্বক করণীয়” সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাণিজ্যিক মিশন হতে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী রপ্তানি সম্প্রসারণে সুর্নিদিষ্ট নীতি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে প্রধান ০৫ (পাঁচ)টি পণ্য রপ্তানির সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতির পর্যায়ে রয়েছে। প্রতিবেদন প্রস্তুতির পর এসকল বিষয়ে ব্যবসায়ীগণকে রপ্তানি বহুমূখিকরণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন করা হবে।

৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা/চুক্তির ক্ষেত্রে নেগোশিয়েশন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তাগণকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়ও, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকবেলায় Fisheries Subsidies and Bangladesh Position in this Regard বিষয়ে the Potential Revenue Gains and Challenges after the Expiry of the Moratorium of Customs Duties on Electronic Transmission বিষয়ে এবং Identifying Benefits and Challenges of Joining WTO Joint Statement Initiatives (JSI) on E-commerce, Investment Facilitation Agreement, MSMEs and Service Domestic Regulations ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে স্টাডি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশ সরকার/নিজস্ব তহবিল/প্রকল্প সাহায্যপুষ্ট এবং শুধু নিজস্ব অর্থায়নপুষ্ট মোট ১০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল; যার মধ্যে ০৭টি বিনিয়োগ ও ০৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এ সকল প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৫৫.০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যার মধ্যে জিওবি ১৯.৩২ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ১২৮.০৫ কোটি টাকা এবং নিজস্ব ৭.৭০ কোটি টাকা। জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে জিওবি/নিজস্ব তহবিল/পিএ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৫৩.১৮ কোটি টাকার বিপরীতে ১৪৩.৬১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৯৩.৭৫%। তাছাড়া, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১.৮৯ কোটি টাকার বিপরীতে ১.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৯৬.৮৩%। সার্বিকভাবে এ মন্ত্রণালয়ের ১০টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১৫৫.০৭ কোটি টাকার বিপরীতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪৫.৪৪ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৩.৭৯%।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহ:

১. "বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টার (১ম সংশোধিত)": ক্রেতাদের আকর্ষণ করার লক্ষ্যে পণ্য প্রস্তুতকারকগণ এবং রপ্তানিকারকদের পণ্য প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক এ বিনিয়োগ প্রকল্পটি মোট ১৩০৩.৫০ কোটি (জিওবি ৪৭৫.০০ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ৬২৫.৭০ কোটি, সংস্থার নিজস্ব ২০২.৮০ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প সাহায্যের উৎস চীন সরকার। প্রকল্পটি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচল নতুন শহরে বাস্তবায়নাধীন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশীপ এক্সিবিশন সেন্টারটির নির্মাণকাজ চীন সরকার কর্তৃক নিয়োজিত চীনা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন করে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। ২১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে সেন্টারটির শুভ উদ্বোধন করেন। এক্সিবিশন সেন্টারটিতে ২০২২ সাল হতে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে মাসব্যপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার

২. "এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস (২য় সংশোধন)": রপ্তানি পণ্য বহুমুখিকরণসহ বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে এ বিনিয়োগ প্রকল্পটি মোট ১১০৫.২৭ কোটি (জিওবি ১৭২.১২ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ৯৩৩.১৫ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় তৈরি পোশাক শিল্পের বাইরে সম্ভাবনাময় চারটি খাত যথাঃ চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য; পাদুকা; হালকা প্রকৌশল; এবং প্লাস্টিক খাতের পণ্য রপ্তানির বাজারে প্রবেশের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা ছিলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটির মাধ্যমে ৪টি আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন করার পরিকল্পনা ছিলো; কিন্তু পরবর্তীতে টেকনোলজি সেন্টারের বর্তমান চাহিদা বিবেচনায় এবং প্রকল্পের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে আপাতত দু'টি টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে গাজীপুরের কাশিমপুরে ৫ একর জমিতে "বঙ্গবন্ধু ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি সেন্টার ফর লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার" এবং গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-তে ৫ একর জমিতে "সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি" স্থাপন করা হচ্ছে। বিশ্বমানের এ টেকনোলজি সেন্টার দু'টিতে হালকা প্রকৌশল, চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা এবং প্লাস্টিক খাতসহ উৎপাদন

খাতের শিল্পসমূহের জন্য লাগসই প্রযুক্তিসেবা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহকে অধিকতর রপ্তানিমুখী করে তোলা, রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হবে।

সেন্টার অব এক্সিলেন্স ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান

৩. "বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ (২য় সংশোধিত)": বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১: বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মোট ৭২.৩৮ কোটি (জিওবি ৪.৮০ কোটি, প্রকল্প সাহায্য ৬৭.৫৮ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত নারী ব্যবসায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশ জাতীয় ট্রেড পোর্টাল এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মন্ত্রণালয়সমূহের ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় মোট ৩২৭৫ জন নারী উদ্যোক্তাকে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের কাট-ফ্লাওয়ার, এগ্রো-প্রসেসিং এবং আইসিটি স্কিল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় এগ্রো-প্রসেসিং সেক্টরে ১১২৫ জন, কাট-ফ্লাওয়ার সেক্টরে ১০০০ জন এবং আইসিটি বিষয়ে ১০৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। সম্ভাবনাময়ী নারী উদ্যোক্তাদের ম্যাচিং গ্র্যান্ট সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্ত এগ্রো-প্রসেসিং এবং কাট-ফ্লাওয়ার সেক্টরে যথাক্রমে ৫৬টি এবং ৪০টি সেলফ হেল্প গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে পাইলটিং ভিত্তিতে কিছু গ্রুপকে ম্যাচিং গ্র্যান্ট সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রকল্পটির আওতায় পর্যালোচনার জন্য সংস্থানকৃত ৬০টি নীতিমালা/আইন/বিধিমালার মধ্যে ২০টির পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়েছে।

হাতে কলমে কাট-ফ্লাওয়ার পাইলটিং প্রশিক্ষণ

হাতে কলমে প্রশিক্ষণ এগ্রো-প্রসেসিং পাইলটিং

৪. "টিসিবির আপৎকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য গুদাম নির্মাণ (১ম সংশোধিত)": ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-কে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিসহ রংপুর, সিলেট এবং চট্টগ্রামে আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণের নিমিত্ত সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে মোট ২৮.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে এ বিনিয়োগ প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পঁচনশীল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলা হবে এবং আপদকালীন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণে টিসিবির সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৫. "এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস (২য় সংশোধিত)": পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার নিমিত্ত মোট ৯.৯৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় বান্দরবান জেলার সদর, রুমা এবং রোয়াংছড়ি উপজেলায় ১৬ লক্ষ চায়ের চারা উৎপাদন ও চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ, চা কারখানা স্থাপন এবং সেচ যন্ত্র ক্রয় করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬. "ইরাডিকেশন অব রুরাল পোভার্টি বাই এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন লালমনিরহাট (৩য় সংশোধন)": লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ চা বোর্ডের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৬.৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে লালমনিরিহাট জেলায় চা চারা উৎপাদন, সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং চা চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণ চলমান রয়েছে।

লালমনিরহাট চা প্রকল্পের চা আবাদকারীদের হাতে কলমে প্রুনিং মেশিন ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

লালমনিরহাট জেলায় চা চাষ সম্প্রসারণে চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে প্রণোদনা সামগ্রী
(সেচ যন্ত্র, স্প্রেয়িং মেশিন, প্রুনিং মেশিন, প্লাকিং মেশিন, মাকড়নাশক) বিতরণ করা হয়।

৭. “Diagnostic Trade Integration Study Update of Bangladesh Trade Roadmap for Sustainable Graduation (১ম সংশোধিত)”: বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে Enhanced Integrated Framework (EIF) এর আওতায় ডব্লিউটিও এর অর্থায়নে মোট ১.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে এলডিসি থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে বাণিজ্য সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ ও মোকাবিলায় তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক পণ্য, জাহাজ তৈরি, ওষুধ শিল্পসহ মোট ১২টি সেক্টরের জন্য পৃথকভাবে ট্রেড রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এলিডিসিভুক্ত দেশ হতে সফল উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ১২টি সেক্টরের ট্রেড রোডম্যাপ সম্বলিত Identification of Trade-related Graduation Challenges and Preparation of Sector-Specific Trade Roadmaps for Overcoming the Challenges শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিটিউট (বিএফটিআই) এই সমীক্ষাটি সম্পাদন করেছে। অর্থায়নকারী সংস্থার সাথে সম্পাদিত সমঝোতা স্মরকের শর্ত অনুযায়ী উক্ত রিপোর্ট Enhanced Integrated Framework (EIF) বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মাধ্যমে ভেলিডেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

এই সমীক্ষাতে এলডিসিভুক্ত দেশ হতে বাংলাদেশের সফল উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রেডিমেইড গার্মেন্টস, নিটওয়্যার, ফার্মাসিটিক্যালস, প্লাস্টিক শিল্প, জাহাজ তৈরি শিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ ১২ সেক্টরের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ সনাক্ত করা এবং তা হতে উত্তরণের রোডম্যাপ প্রস্তাবনা করা হয়েছে। সর্বোপরি এলডিসিভুক্ত দেশ হতে বাংলাদেশের সফল উত্তরণের ক্ষেত্রে এই সমীক্ষাটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

৮. "Export Diversification & Competitiveness Development Project (১ম সংশোধিত)": বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে Enhanced Integrated Framework (EIF) এর আওতায় ডব্লিউটিও এর অর্থায়নে মোট ৯.৯৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আগস্ট ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় তৈরি পোশাক শিল্পে পণ্য বহুমুখীকরণ ও অধিকতর মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে রপ্তানী আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে Innovation Center প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে এক জন আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ডিজাইনার ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নিয়োগ করা হয় ও তার মাধ্যমে Innovation Center এ "Creating High End Fashion with Heritage Materials from Bangladesh" বিষয়ে ১৬০ জন দেশীয় ফ্যাশন ডিজাইনার, ফ্যাশন ডিজাইনের শিক্ষার্থী, তৈরি পোশাক কর্মী এবং এ শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পে পণ্য বহুমুখীকরণ ও অধিকতর মূল্য সংযোজনের উদ্দেশ্যে ০৮টি প্রশিক্ষণ ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীদের এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তৈরি পোশাক শিল্পে "বাংলাদেশ ব্রান্ড" প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রান্ডিং কার্যক্রমসহ একটি Webpage Develop করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশন সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষি শিল্প বিষয়ে বেসরকারি ও সরকারি উভয় ক্ষেত্র হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে Negotiation on Agriculture বিষয়ে ১১টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২২০ জন অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ফল প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাতকরণ বিষয়ে ৩১টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পটির আওতায় তৈরি পোশাক শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) ভবনে স্থাপিত Innovation Center এর জন্য মেশিনারিজ ক্রয় করা হয়েছে।

৯. "বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ": স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে বাণিজ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা এবং মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্ত সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে মোট ৩.৬৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে এ বিনিয়োগ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পকির্ত বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং বাণিজ্য সম্পর্কিত ০৫টি গবেষণা সম্পাদন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পটির আওতায় দুই জন কর্মকর্তার মাস্টার্স এবং তিন জন কর্মকর্তার ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

১০. "রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ": রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নিজস্ব দপ্তর ভবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২২০.০৩ কোটি টাকা প্রক্কলিত ব্যয়ে মে ২০২২ হতে এপ্রিল ২০২৫ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার শেরেবাংলা নগর এলাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নিজস্ব ১৫ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। এর ফলে রপ্তানিকারকদের সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান সম্ভব হবে।

বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগ

সুনির্দিষ্ট ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য ও সেবাখাতসমূহের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক গঠিত ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাতের কোনো সমিতি মোট সংখ্যা ৪৫৭, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ৬৪টি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ৭টি, উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ২১টি, যৌথ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ৩৭টি ও পেশাজীবী/মালিক গ্রুপ: ১৮৮টি। এসব সংগঠনের ব্যবস্থাপনা, সমন্বয় এবং কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম করে থাকে এ অনুবিভাগ।

১. বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগ থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ২৪ (চব্বিশ) টি বাণিজ্য সংগঠন/প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বাণিজ্য সংগঠনগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নং	বাণিজ্য সংগঠনের নাম
১	গাইবান্ধা জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপ
২	ঢাকা নিউমার্কেট ব্যবসায়ী গ্রুপ
৩	দিনাজপুর জেলা ধান চাল ব্যবসায়ী গ্রুপ
৪	বাংলাদেশ গার্মেন্টস রিসাইক্লিং কালার ফাইবার ম্যানুফেকচারাস ট্রেডার্স এসোসিয়েশন
৫	ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম
৬	বাংলাদেশ পেপার কনভার্টিং এসোসিয়েশন
৭	নাটোর উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
৮	বাংলাদেশ এগ্রো কেমিক্যাল ম্যানুফেকচারাস এসোসিয়েশন
৯	বাংলাদেশ কেমিক্যাল এন্ড ড্রাইস্টাফ ম্যানুফেকচারাস এন্ড এক্সপোর্টারাস এসোসিয়েশন
১০	বাংলাদেশ রেক্সিন এন্ড স্যু মেটারিয়ালস মার্চেন্ট এসোসিয়েশন
১১	ইস্টান ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
১২	শাইখ সিরাজ ইনিসিয়েটিভ
১৩	খুলনা উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
১৪	বাংলাদেশ জুট ডাইবারসিফাইড প্রোডাক্ট ম্যানুফেকচারাস এন্ড এক্সপোর্টারাস এসোসিয়েশন
১৫	মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
১৬	Bangladesh Aqua Products companies Association
১৭	বাংলাদেশ মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ট্রেডার্স এসোসিয়েশেন
১৮	বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মারাস এসোসিয়েশন
১৯	এসোসিয়শন অব ক্লিনিক্যাল এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট এন্ড ডায়াবেটিলজিস্ট
২০	রাধা শ্রীনীনিবাস ফাউন্ডেশন
২১	বাংলাদেশ রিভার ফ্লোটিং পামফুয়েল এন্ড ট্রেডার্স এসোসিয়েশন
২২	বাংলাদেশ নেপাল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
২৩	বাংলাদেশ আকুপাংচার এসোসিয়েশন
২৪	কক্সবাজার উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

২. বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগ থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১৩ (তের) টি বাণিজ্য সংগঠন প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	বাণিজ্য সংগঠনের নাম
১	বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
২	Bangladesh Rodenticide, Pesticide & Insecticied Association
৩	বাংলাদেশ ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন
৪	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন বিজনেস এসোসিয়েশন
৫	বাংলাদেশ পুরাতন কাপড় আমদানীকারক সমিতি
৬	বাংলাদেশ পণ্য পরিবহন এজেন্সী মালিক সমিতি
৭	বাংলাদেশ ফোম ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
৮	বাংলাদেশ কনজুমার প্রোডাক্টস্ ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড মার্কেটার্স এসোসিয়েশন
৯	বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনে
১০	বাংলাদেশ রেডিমিক্স কনক্রিট এসোসিয়েশন
১১	প্রাইভেট রেডিও ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
১২	বাংলাদেশ টোব্যাকো প্রোডাক্টস পরিবেশক সমিতি-এর লাইসেন্স বাতিলের প্রজ্ঞাপন।
১৩	বাংলাদেশ ফিল্ম ইম্পোর্টারস্ এসোসিয়েশন

৩. বাণিজ্য সংগঠন (সংশোধন) আইন, ২০২৩ বিগত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়েছে এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা প্রণয়ণের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ১১ এপ্রিল ২০২৩ ও ০৩ মে ২০২৩ তারিখে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর সংশোধনী প্রণয়নের লক্ষ্যে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর খসড়া চূড়ান্ত করে ৩০ মে ২০২৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগ থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাণিজ্য সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক ১২টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২টি প্রশিক্ষণে মোট ১২০টি বাণিজ্য সংগঠনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২১ মার্চ ২০২৩ এবং ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাণিজ্য সংগঠনসমূহের ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপির সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের/সংস্থার রাষ্ট্রদূত/প্রতিনিধিদের সাক্ষাতের কিছু আলোকচিত্র

২৩ জুন ২০২৩ তারিখে রাজধানীর গুলশানে শুটিং কমপ্লেক্সে ভুটান এম্বাসি আয়োজিত তিন দিনব্যাপী 'বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মেলা' (Bhutan Trade and Investment Fair) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েনসিলসহ আবাসিক মিশন উপস্থিত ছিলেন

১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের তাঁর অফিসকক্ষে ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোসি সাক্ষাৎ করেন

৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে
তাঁর অফিস কক্ষে ভুটানের রাষ্ট্রদূত Rinchen Kuentsy সাক্ষাৎ করেন

২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে
তাঁর অফিস কক্ষে ভারতের হাইকমিশনার শ্রী প্রণয় ভার্মা সাক্ষাৎ করেন

২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে
তাঁর অফিস কক্ষে ঢাকায় ইতালির রাষ্ট্রদূত Enrico Nunziata সাক্ষাৎ করেন

২০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে
তাঁর অফিস কক্ষে মালয়েশিয়ার হাইকমিমনার Haznah Md. Hashim সাক্ষাৎ করেন

৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে
তাঁর অফিস কক্ষে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ বিষয়ক বাণিজ্যদূত Rushanara Ali সাক্ষাৎ করেন

২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে
তাঁর অফিস কক্ষে জাপানের রাষ্ট্রদূত Iwama Kiminori সাক্ষাৎ করেন

১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির
সঙ্গে তাঁর অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত Paulo Fernando Dias Fetes সাক্ষাৎ করেন

হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি এমপির দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

OECD অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের বাণিজ্যমন্ত্রীগণের সাথে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি

৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে
তাঁর বাসভবনের কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার Lilly Nicholls সাক্ষাৎ করেন

৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপির সঙ্গে
তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত Issa bin Youssef Al-Dahilan সাক্ষাৎ করেন

ঢাকায় সফররত গাম্বিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মামাদৌ তানগারার নেতৃত্বে
আগত ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দলের সাথে বাণিজ্যমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে OECD-র প্যারিসস্থ প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত OECD মিনিস্ট্রারিয়াল কনফারেন্সে যোগদানকালে হাঙ্গেরির পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব পিটার সিয়ার্তোর সাথে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি